STOP
ATROCITIES
ON
MINORITIES

পরিষদ বার্তা

জুন ২০১৬
নবপর্যায় ৩৮
মূল্য ১০ টাকা
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক
এডভোকেট রানা দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে মহলবিশেষের অপপ্রচারের প্রতিবাদে
সংবাদ সম্মেলন
২৮ জুন ২০১৬, মঙ্গলবার, সকাল
জাতীয় প্রেসক্লাব, ভিআইপি লাউঞ্জ, ঢাকা

ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ। ছবি : পরিষদ বার্তা

সন্ত্রাস নির্মূলই হোক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

॥ অজয় দাশগুপ্ত ॥

সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মের ছদ্মবেশে আগত জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের অশুভ দানবকে পরাভূত করতে হবে– এ নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। জাতীয় জীবনে এ মুহূর্তে এর চেয়ে বড় কোনো অগ্রাধিকার নেই। গত কয়েক মাসে কত মূল্যবান প্রাণই না ঝড়ে গেল। এক বছর আগে দুই বিদেশীকে মোটর সাইকেলে আসা সন্ত্রাসী দল গুলি করে হত্যা করে। সেই শুরু। তারপর হঠাৎই যেন টার্গেট হয়ে গেল ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। মন্দিরের যে পুরোহিত দেব-দেবীর বন্দনা এবং মানুষের কল্যাণ কামনা ছাড়া কিছুই ভাবেন না তাকে নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করা হলো এবং এ সংখ্যা একজন নয়, অনেকজন। মনে হচ্ছিল ২০১৩-২০১৪ সালের ভয়ঙ্কর সময় যেন ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। খ্রিস্টান পাদ্রি ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও আক্রমণের শিকার হচ্ছিলেন। ফের দৃশ্যপট বদল। আমরা বিস্মিত হতে পারি যে, সন্ত্রাসবাদী এই দানব কেন পবিত্র ইসলাম ধর্মের নাম ব্যবহার করছে, ইসলাম কায়েমের কথা বলে কেন মুসলিম-অমুসলিম,

পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

ভারত সরকার নাগরিকত্ব দিলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বাড়বে

রানা দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কাদের হাত শক্তিশালী করছে ?

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আশংকা প্রকাশ করেছে, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময় যেসব হিন্দু ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন ভারত সরকার তাদের নাগরিকত্ব দিলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন আরো বাড়বে। পাশাপাশি অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তের নামে গণমাধ্যমে অপপ্রচার বন্ধেরও আহ্বান জানানো হয়। গত ২৮ জুন রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি উষাতন তালুকদার এমপি। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক, অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, কাজল দেবনাথ ও মঞ্জু ধর, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু, ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জি, কেন্দ্রীয় নেত্রী পদ্মাবতী দেবী, জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পান্না লাল দত্ত প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বাংলাদেশে যারা হিন্দুদের

পৃষ্ঠা ২
[প্রতিবাদ হুবহু প্রকাশিত ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়]

হত্যা হুমকি হামলার শেষ কোথায় ?

॥ হরলাল রায় সাগর ॥

দেশে একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা ও হত্যাকান্ড ঘটে চলছে। ধর্মীয় উগ্রবাদিরা শরিয়া ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন ও উগ্র ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার দাবিতে ধারাবাহিক হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। জুন মাসে মন্দিরের দুই পুরোহিত, এক খ্রিস্টানকে হত্যা, কলেজের একজন হিন্দু শিক্ষককে হত্যাচেষ্টা এবং এক পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ প্রধানসহ কয়েকজন হিন্দু নেতাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। এসব ঘটনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হত্যাকারীরা থেকে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তিমিরে থাকছে হত্যা ও হামলার রহস্য। এই সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ড ও হামলার ঘটনায় দেশজুড়ে সংখ্যালঘুদের মাঝে চরম আতংক-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। সাম্প্রদায়িক এ হত্যাকান্ড ও হামলার প্রতিবাদে সারাদেশে সভা-সমাবেশ ও মানববন্ধন করছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন। সুষ্ঠু ও যথাযথ বিচার না হওয়ায় সিরিজ টার্গেট কিলিং বিশেষ করে সংখ্যালঘু হত্যা, নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে বলে

পৃষ্ঠা ২

ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনকে হুমকি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

দেশব্যাপি পুলিশের জঙ্গিবিরোধী সাঁড়াশি অভিযানের মধ্যেই ঢাকার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রধানকে কুপিয়ে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় ওয়ারী থানায় একটি জিডি করা হয়। হুমকির এই চিঠিতে পাল্টে গেছে মিশনের স্বাভাবিক পরিবেশ। নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিশ। প্রধান ফটকে কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা ৬

পুরোহিত আনন্দ গাঙ্গুলী, সুনীল গোমেজ ও মাহমুদা খানম মিতুর
হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে
মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ

পুরোহিত আনন্দ গাঙ্গুলী, সুনীল গোমেজ ও মাহমুদা খানম মিতু হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল। ছবি : পরিষদ বার্তা

ভারত সরকার নাগরিকত্ব দিলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বাড়বে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উচ্ছেদ করে তাদের জমি-জায়গা দখল করতে চায় তারা ভারতের উলিখিত উদ্যোগে আরো উৎসাহিত হবে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেয়ার উদ্যোগে আমরা উদ্বিগ্ন। এমন কোনো সিদ্ধান্ত ভারতের নেয়া উচিত নয়, যা এ দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকদের দেশত্যাগে উৎসাহিত করবে। আমাদের আশঙ্কা, ভারতের এ ধরনের ঘোষণায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বাড়বে। ভারতের এ সিদ্ধান্তে আমরা ক্ষুব্ধ, আমরা বিচলিত। আরো বলা হয়, ৭১-এর কায়দায় স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়ে হামলা-ভাঙচুর ও হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে। ধর্ম প্রচার বন্ধের হুমকি দেয়া হচ্ছে, চাঁদা চাওয়া হচ্ছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা দেশকে সংখ্যালঘু-শূন্য করে তাদের পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। এতে সাধারণ সংখ্যালঘু জনমনে ভয়-ভীতি, শঙ্কা ছাড়াও নিরাপত্তাহীনতা ও আস্থাহীনতা দেখা দিয়েছে। ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ ১৯৪৭ সাল থেকে এই পর্যন্ত ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাসের কারণ নির্ণয়ে অবিলম্বে সংসদীয় কমিটি গঠন এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা, সমঅধিকার, সমমর্যাদা নিশ্চিত করে তাদের দেশত্যাগ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গত বছরের ৪ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মহাসমাবেশে ৭ দফা দাবি উত্থাপনের পর থেকে ওলামা লীগসহ একটি বিশেষ মহল সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত একথা বলেছেন দাবি করে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম পিটিআই যে খবর দিয়েছে তা মিথ্যা ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে উলেখ করা হয়। বলা হয়, রানা দাশগুপ্ত এ ধরনের কোনো মন্তব্য করেননি। পিটিআইকে উদ্ধৃত করে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমেও সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য তিনি পিটিআইসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের কাছে প্রতিবাদপত্রও পাঠিয়েছেন। যা বিবিসিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া রানা দাশগুপ্ত সম্পর্কে দেশি কয়েকটি সংবাদপত্রেও অপপ্রচার চালানো হয়েছে। রানা দাশগুপ্ত বলেন, তিনি একটি পত্রিকায় যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তা টেপে রেকর্ড করা আছে। তা প্রচার করা হলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঐক্য পরিষদ সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয়। এ কথা যারা বলেন তারা হয় জানেন না, নয়তো তারা জ্ঞান পাপী। জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করার স্বার্থে সংখ্যালঘু ও রানা দাশগুপ্ত সম্পর্কে অপপ্রচার বন্ধের আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

সন্ত্রাস নির্মূলই হোক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নিরীহ মানুষ হত্যা করছে। এই মুহূর্তে বিশেষণ-আলোচনার চেয়ে বড় কাজ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী দানবকে রুখে দেওয়া, পরাস্ত করা, নির্মূল করা। ধর্মীয় আবেগকে অশুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার বর্বরতম রূপ আমরা দেখছি। অবশ্যই ধর্ম নয়, সাম্প্রদায়িক হামলার মতোই এর পেছনের উদ্দেশ্যটিও রাজনৈতিক। সব সম্প্রদায়, সব ধর্মবিশ্বাস, সব জাতীয়তার লোক এবার আক্রান্ত। প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা বেশি বিপন্ন। যে কোনো স্থানে, যে কোনো অবস্থায় থাকা নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় যে কোনো মানুষ হামলার শিকার হতে পারে। তাই সকল হাত একত্রিত করে, সকল সম্পদ, সকল উপায় ব্যবহার করে এই উপদ্রবকে রুখতে হবে।

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে– জঙ্গি দমনে সব বাহিনীর একটি সমন্বিত বিশেষ ইউনিট গঠন করা হবে। সারাদেশের নিখোঁজ মানুষের তালিকা ও তত্ত-তালাশ, মসজিদে জুমার নামাজের বয়ানে উগ্রতা প্রচার করা হয় কি-না তা নজরদারি প্রভৃতি সরকারি সিদ্ধান্ত উলেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জঙ্গি দমনে যতখানি কঠোর হওয়া প্রয়োজন, সরকার ততখানি কঠোর হবে। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, ধর্মান্ধরা একযোগে অনেক স্থানে হামলা চালিয়ে নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাতে পারে। তাই হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীরা সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চাইছে। কিন্তু এক দল লোক সেটা চাইছে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ ধরনের অপশক্তি কেবল কুখ্যাত আলবদর বাহিনী ও যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামীতেই নেই, তাদের সন্ধান মিলছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মতো দলে। মধ্যে রয়েছে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ধনবান পরিবারের সন্তানেরা। বড় বড় আমলা ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সন্তানরাও পিছিয়ে নেই। ত্রিশ লাখ বাঙালির রক্তে অর্জিত বাংলাদেশকে তারা পরিণত করতে চায় এক হিংস্র ও বর্বর রাষ্ট্রে। এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব হলে কেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নয়, মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারীরা নয়– সুস্থ-স্বাভাবিক কোনো মানুষই নিরাপদ থাকবেন না। বিশ্ব তখন বাংলাদেশকে পরিহার করবে। অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। উন্নয়নের গতি উল্টোমুখি হবে। কে এমন বাংলাদেশ চাইতে পারে!

হত্যা হুমকি হামলার শেষ কোথায় ?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিযোগ করছেন এসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সংখ্যালঘু হত্যাকান্ডের ঘটনায় দেশসহ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি এবং নিন্দার ঝড় ওঠে। ভুক্তভোগীর পরিবার, সংশিষ্ট মহলসহ বিভিন্ন দেশ দাবি করেছে খুনীদের দ্রুত গ্রেফতার করে সুষ্ঠু বিচারের। পুলিশের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, এসব হত্যাকান্ড একই ধরনের এবং একই সূত্রে গাঁথা। তাদের সন্দেহ নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসারউলাহ বাংলা টিম ও জেএমবিসহ জঙ্গিরা এই টার্গেট সিরিজ কিলিং চালাচ্ছে। কিন্তু পুলিশের এই বুলি সন্দেহের চোরাবালিতেই আটকে যাচ্ছে। ভুক্তভোগী পরিবার ও সংশিষ্ট মহলের অভিযোগ, পুলিশের সদিচ্ছার অভাবে সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ড ও হামলার তদন্ত চলে ঢিমেতালে। খুনিরা শনাক্তও হয় না, ধরাও পড়ে না। মামলা চলে যায় হিমাগারে। হয় না বিচার। একারণে সংখ্যালঘুরা বেশি সিরিজ টার্গেট কিলিংয়ের শিকার হচ্ছে। জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্ত, খুনী গ্রেফতার ও দ্রুত বিচার এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

৫ জুন নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া পৌরসভার খ্রিস্টান ধর্মপলীর বাসিন্দা ক্ষুদ্র মুদি দোকানি সুনীল দানিয়েল গোমেজকে (৬০) নিজ দোকানে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। বড়াইগ্রাম থানার ওসি মনিরুল ইসলাম জানান, সুনীল গোমেজ বাসার লাগোয়া মুদির দোকানে বসে ছিলেন। সকাল ৮টার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে চলে যায়। দোকানের টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাঁকে বেসরকারি একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে তার মেয়ে স্বপ্না গোমেজ বাদী হয়ে অজ্ঞাতদের আসামী করে থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলাটি জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিদর্শক আব্দুল হাই তদন্ত করছেন। এদিকে সুনীল গোমেজ হত্যার দায় স্বীকার করে ওই দিন বিকেলে বিবৃতি দেয় আইএস। বিশ্বব্যাপী জঙ্গি তৎপরতা পর্যবেক্ষণকারী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিতর্কিত সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ আইএস'র অনলাইন মুখপত্র 'আমাক'-এর বিবৃতির বরাত দিয়ে এ খবর দেয়। খবরে বলা হয়, বনপাড়ায় এক খ্রিস্টান এবং বান্দরবানে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করেছে আইএসের সদস্যরা।

১৪ মে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির চাকপাড়া বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ মং শৈ উ-কে গলা কেটে হত্যা করা হয়।

সুনীল গোমেজ হত্যার ঘটনায় তার ভাড়াটিয়া ট্রাকচালক আব্দুলাহ আল মামুন ওরফে সবুজ আলীকে ঘটনার দিনই গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে দুই দফায় ৫দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। ৬ দিনের মাথায় ১৩ জুন সবুজের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম মনিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকেও তিন দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। এ মামলা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও তদন্ত কাজে সহায়তার জন্য জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুনশী শাহাবুদ্দিনকে প্রধান করে ছয় সদস্যের একটি তদন্ত মনিটরিং টিম গঠন করা হয়।

নিহত সুনীল গোমেজের ভাই প্রশান্ত গোমেজ বলেন, তার নিরপরাধ ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আগে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত বা বিচার হলে এ ঘটনা ঘটতো না। মামলার সুষ্ঠু তদন্ত করে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন তিনি।

একই দিন সকাল ৭টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর জিইসি এলাকায় পুলিশ সুপার (এসপি) বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা খানম মিতুকে হত্যা করা হয়। ছেলেকে স্কুলবাসে তুলে দিতে যাওয়ার সময় বাসার সামনেই দুর্বৃত্তরা উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত ও গুলি চালিয়ে তাকে হত্যা করে। ওই সময় তার স্বামী বাবুল আক্তার ঢাকায় কর্মস্থলে ছিলেন। পরদিন পাঁচলাইশ থানায় বাবুল আক্তার বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ হত্যাকান্ড জঙ্গিরা ঘটিয়েছে নাকি অন্য কোনো গোষ্ঠী তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। এক মাসেও হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি পুলিশ। আলোচিত মিতু হত্যাকান্ডে জড়িত অভিযোগে হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল সরবরাহকারী সাইদুল ওরফে শাকুর, মোহাম্মদ শাহজাহান, শাহ জামাল রবিন, কামরুল ইসলাম ওরফে মুছা, ওয়াসিম, আনোয়ার, রাশেদ, নবী, এহতেশামুল হক ভোলা ও মনির হোসেনকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা। পুলিশ বলছে, পুলিশ সোর্স কামরুল হত্যাকান্ডের নির্দেশদাতা, রবীন মূল পরিকল্পনাকারী এবং ভোলা অস্ত্র সরবরাহকারী। তাদেরকে কয়েক দফায় রিমান্ডে নেয়া হয়। এদের মধ্যে ওয়াসিম ও আনোয়ার ২৬ জুন আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। প্রথমে এই হত্যাকাণ্ডকে জঙ্গি হামলা বলে বর্ণনা করা হলেও পরে হত্যার মোটিভ নিয়ে নানান রহস্য সৃষ্টি হয়। এমনকি নিহত মিতুর স্বামী স্বামী বাবুল আক্তারকেও পুলিশ দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যা এই রহস্যকে আরো ঘনীভূত করে। হত্যার কারণ কিংবা রহস্য এখনো নিশ্চিত করে বলছে না পুলিশ।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নলডাঙ্গা শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলী নন্দকে (৬০) গলা কেটে হত্যা করা হয় ৭ জুন। তার বাড়ি সদর উপজেলার করাতিপাড়া গ্রামে। প্রতিদিনের মতো ওই দিন সকালে বাড়ি থেকে সাইকেলে পাশের গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছিলেন। সাড়ে ৯টার দিকে দুই কিলোমিটার দূরে সোনাইখালী গ্রামের মহিষের ভাগাড় নামক বিলে পৌঁছালে হেলমেট পরা তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী তার গতিরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে পালিয়ে যায় খুনিরা। লাশের সুরতহাল প্রস্তুতকারী সদর থানার এসআই মঞ্জুরুল ইসলাম জানান, পুরোহিত আনন্দ গোপালের মাথা, ঘাড় ও গলাসহ বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ৬ ঘন্টার মাথায় বিকেল ৩টার দিকে হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করে আইএস। আনন্দ গাঙ্গুলী হত্যাকান্ডের দুই সপ্তাহ পর এনামুল হক (২৫) নামের এক শিবির নেতাকে ঢাকার গাবতলী থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওইদিনই বিকালে আদালতে সে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। জবানবন্দিতে জানায়, ৭ জন মিলে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। এনামুল ঝিনাইদহ পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড ছাত্র শিবিরের সাধারণ সম্পাদক। তার বাড়ি শহরের হামদহ মোলা-পাড়া।

সরকারের জঙ্গিবিরোধী 'সাঁড়াশি অভিযান' পরিচালনার প্রথম দিনের ভোরে পাবনার হেমায়েতপুরে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পান্ডেকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ভোর ৫টার দিকে নিত্যরঞ্জন পান্ডে প্রাতঃভ্রমণে বের হলে মানসিক হাসপাতালের উত্তর পাশে প্রধান ফটকের সামনে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি গোপালগঞ্জ জেলা সদরের আরুয়া কংশু এলাকার মৃত রশিক লাল পান্ডের ছেলে। তিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আশ্রমে সেবক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি একাই সেখানে থাকতেন। তার স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে গোপালগঞ্জে থাকেন।

পাবনা সদর থানার ওসি আবদুলাহ আল হাসান জানান, এ ঘটনায় ওই দিন রাতে অনুকূল আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক যুগল কিশোর ঘোষ বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন। হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে পরের দিন ১১ জুন রাত ১০টার দিকে আরিফুল ইসলাম (২৩) নামে ছাত্রশিবিরের এক নেতা এবং ১২ জুন আবুল হাশেম ওরফে গালকাটা হাশেম নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। দুইজনকে ৫ দিন করে রিমান্ডে নেয় পুলিশ। আরিফুল পাবনা শহর ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক এবং সদর উপজেলার চরঘোষপুর গ্রামের আবদুস সাত্তারের ছেলে। নিত্যরঞ্জন পান্ডে হত্যাকান্ডেরও দায় স্বীকার করেছে আইএস।

নিত্যরঞ্জন পান্ডে হত্যাকান্ড তদন্তে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লিটন কুমার দাসকে প্রধান করে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে পুলিশ। তবে এখন পর্যন্ত কোনো রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি পুলিশ।

পাবনার পুলিশ সুপার আলমগীর কবির বলেছেন, হত্যার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, এটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। দেশের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে সেই একই কায়দায় নিত্যরঞ্জন পান্ডেকেও হত্যা করা হয়েছে। মূলত দেশকে অস্থিতিশীল ও মানুষের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ হত্যাকাণ্ড।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানের মধ্যেই ১৫ জুন বিকেলে মাদারীপুর শহরের বাসায় ঢুকে সরকারি নাজিমউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গণিত বিভাগের প্রভাষক রিপন চক্রবর্তীকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে তিন জঙ্গি। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে গেলে জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। এ সময় স্থানীয়রা হামলাকারী জঙ্গি ফাইজুলাহ ফাহিমকে আটক করে পুলিশে দেয়। ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডে থাকা অবস্থায় ১৮ জুন ফাহিমকে নিয়ে অভিযান চালাতে গিয়ে বন্দুকযুদ্ধে মারা যায় সে। আহত রিপন বরিশালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে তিনি এখন শংকামুক্ত।

এঘটনায় ফাহিমসহ ৬ জনের নামোলেখসহ অজ্ঞাত আরো কয়েকজনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। রিপন চক্রবর্তীর ওপর হামলার ঘটনায় জেএমবি নেতা খালেদ সাইফুলাহকে (আফিফ কাইফি ও পথভোলা পথিক নামেও পরিচিত) ৩০ জুন রাজধানীর মাতুয়াইলের বাদশা মিয়া রোড থেকে গ্রেফতার করেছে কাউন্টার টেররিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটি)। সিটির তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, রিপন খালেদ রিপন হত্যাচেষ্টার মূল পরিকল্পনাকারী ও অর্থের যোগানদাতা। সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে জেএমবি সংখ্যালঘুদের হত্যার টার্গেট করছে বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে জানিয়েছে খালেদ। তিনি নাজিম উদ্দিন কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান কাজী বেলায়েত হোসেনের ছেলে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড: রানা দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের পূর্ণবিবরণ

(গত ২৮ জুন, ২০১৬ মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়)

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

আপনারা আমাদের আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন।

গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সঙ্কট থেকে উত্তরণ এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপস্থিত লক্ষাধিক জনতার মহাসমাবেশে ঐতিহাসিক ৭-দফা দাবি গৃহীত হয়। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে- ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা নিশ্চিতকরণ, সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্যের অবসান, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন। আমরা লক্ষ্য করেছি, মহাসমাবেশের সফল সমাপ্তি ও উলেখিত দাবিসমূহ গৃহীত হবার পর থেকে আওয়ামী ওলামা লীগ নামধারী এক বিশেষ মহল বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদকে নিষিদ্ধ করার ও বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলী থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলে। অবশ্য ইতিমধ্যে গত ১৪ মে ২০১৬ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংলাপে এ দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ ৭-দফা দাবিতে ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন, সংখ্যালঘু সমস্যা শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের সমস্যা নয়, এটি নিঃশর্তভাবে জাতীয় সমস্যা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে এবং সাংবিধানিকভাবে এ সমস্যার সমাধানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রাণের দাবি ৭-দফায় স্বাক্ষরকারী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে আজ আহূত সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের সহৃদয় উপস্থিতির জন্য জানাই সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।

বন্ধুগণ,

আমরা লক্ষ্য করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় বাংলাদেশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৭১-র মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চিহ্নিত মহল দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে বাঙালির জাতীয় ঐক্য ও সংস্কৃতি ধ্বংসের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এরই অংশ হিসাবে তারা একাদিক্রমে শুধু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ওপর হামলা এবং প্রগতিমনা লেখক ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যাই করছে না, ৭১-র কায়দায় ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে ২০১২ সালের পর থেকে দেশের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোর বসত-বাড়ি, উপাসনালয়ে নির্বিচারে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, উপাসনালয়ের পবিত্রতা বিনষ্ট ও বিগ্রহ চুরির পাশাপাশি বিগত দেড় বছরে বহু হত্যাকান্ড চালিয়েছে। সংখ্যানুপাতিক বিচারে দেখা যায়, নিহতদের মধ্যে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সর্বাধিক। হত্যার পাশাপাশি দেশছাড়ার, ধর্মপ্রচার না করার, দেশে থাকতে হলে চাঁদা দেয়া ইত্যাদি নানান ধরনের হুমকিও তারা দিয়ে চলেছে। এর ফলে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সংকুচিত করতে চায়, দেশকে সংখ্যালঘুশূণ্য করে তাদের পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। এতে সাধারণ সংখ্যালঘু জনমনে ভয়-ভীতি, শংকা ছাড়াও এক ধরণের নিরাপত্তাহীনতা ও আস্থাহীনতা দেখা দিয়েছে।

সম্প্রতি পিটিআই'র সাথে সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি তুলে ধরতে গিয়ে এ চিত্রই তুলে ধরেছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। অথচ পিটিআই অনবধানতাবশত বিকৃতভাবে এ মর্মে সংবাদ পরিবেশন করে যে, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন রানা দাশগুপ্ত। এই সংবাদ দেশেবিদেশে বিভিন্ন গণমাধ্যমে পরিবেশিত হবার সাথে সাথে তিনি তার প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদলিপি পিটিআই'র কাছেও পাঠানো হয়। সেই প্রতিবাদ ভারতের বিভিন্ন খ্যাতনামা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এর কিছুদিন পর গত ১৮ জুন ২০১৬ 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকায় তাঁর আরেকটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় যেখানে উলেখ করা হয়েছে, প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাবোধ নিয়ে জানতে ঐক্য পরিষদ নেতাদের দিলিতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি নাকি সেখানে গিয়ে পরিস্থিতির কথা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন এবং সমন্বিত রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উলেখ করেছেন।

এই ভিত্তিহীন সংবাদের প্রেক্ষিতে এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত ঐদিনই পত্রিকার সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এক প্রতিবাদপত্রে বলেন, বস্তুত এমন কোন বক্তব্য তিনি ঐ পত্রিকায় সাংবাদিকদের কাছে বলেননি। কেননা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী কখনো কোন সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে তাঁদের ডাকেন নি। তাই তাঁকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতির তথ্য জানানো এবং তাদের ব্যাপারে সমন্বিত রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলার কোন প্রশ্নই উঠে না। রানা দাশগুপ্ত আরও বলেছেন, যেহেতু সাক্ষাৎকারটি টেপে রেকর্ড করা হয়েছিল, তা পরীক্ষা করে দেখলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে তিনি কী বলেছেন, কী বলেননি। আমরা মনে করি, এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য শুধু এদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে ন্যাংট করাই নয়, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জড়িয়ে এই খবর তৈরি করা হয়েছে।

পিটিআই ও বাংলাদেশ প্রতিদিন-র সংবাদের অংশবিশেষ প্রবলভাবে অস্বীকার করা সত্বেও দেখা যায়, কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছেন। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত একজন সাংবাদিক এহেন মিথ্যা, কুরুচিকর অপপ্রচারের সূচনা করেছেন। তিনি এ্যাডভোকেট দাশগুপ্তকে 'কুয়োর ব্যাঙ সাগরে এসে পড়েছেন' বলে উলেখ করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্ব বদলের ধৃষ্টতাপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন। একেই ভিত্তি ধরে, নির্জলা মিথ্যাচারের উপর ভর করে সংবাদপত্রে ধারাবাহিক নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, ওই ধারাবাহিক নিবন্ধে লেখক যেখানে বলেছেন যে, 'আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার কথা বলছি, রাস্তায় থেকেছি' সেক্ষেত্রে তিনি ওই নিবন্ধ লেখার আগে রানা দাশগুপ্তর সঙ্গে কেন একবার কথা বললেন না ? এমনকি সংসদের দু'জন বিজ্ঞ সদস্যও একই সুরে সুর মিলিয়ে এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে বিষোদগার করেছেন।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা দৃঢ় ভাবে বলতে চাই, দেশপ্রেম-জাতীয়তাবোধ-অসাম্প্রদায়িকতা আমরা পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে শিক্ষালাভ করেছি। আজও রাজপথে রয়েছি। এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত এমন এক পরিবারে জন্ম নিয়েছেন, যে পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন বৃটিশ ভারতের প্রথম নারী শহীদ বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ১৯৫৪ সালে কারাগারে থেকে নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, রাজনীতিক প্রয়াত পূর্ণেন্দু দস্তিদার (যিনি তার ৬৮ বছর জীবনের মধ্যে ৩০ বছরই কারান্তরালে কাটিয়েছেন) তাঁর মেসোমশায়। পাকিস্তান আমলে এডভোকেট দাশগুপ্ত আইয়ুব-ইয়াহিয়ার কারাগারে কাটিয়েছেন, ছাত্রাবস্থায় আরবী হরফে বাংলা প্রচলনের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে বহিষ্কারের মুখোমুখি হয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, স্বাধীনতাউত্তরকালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই, নাগরিক, পেশাজীবী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সন্ত্রাস দমন আইন ও রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের মামলায় জড়িয়ে তাকে শাস্তিদানের চেষ্টা করা হয়েছে। মেধা ও যোগ্যতাকে বিবেচনায় নিয়ে চট্টগ্রামের এই প্রথিতযশা আইনজীবীকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সামিল করেছেন। তিনি কুয়োর ব্যাঙ সাগরে এসে পড়েননি।

৪৭-র পর থেকে টানা ৭ দশকের বেশীর ভাগ সময় জুড়ে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অব্যাহত বঞ্চনা, বৈষম্য, নিগ্রহণ, নিপীড়নের শিকার হলেও তারা কখনো অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করে নি, ভয়-ভীতি প্রলোভনের মুখেও ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্যবোধ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় নি, হবেও না। আমরা, আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের দয়া বা দাক্ষিণ্যে নয়, নিজেদের পায়ে ভর করে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে সাথে নিয়েই বাংলার মাটিতে আমাদের জন্মগত নাগরিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে অঙ্গীকার নিয়ে তাঁর পিতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শিক বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কঠিন, কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত সে সংগ্রামে আমরাও অতীতের মত ভবিষ্যতেও গৌরবোজ্জ্বল অংশীদার হয়ে থাকতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে এ কথাও দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, তাঁর সরকার ও দলের নাম ব্যবহার করে প্রভাব খাটিয়ে যারা সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকবে (যাদের তিনি পার্লামেন্টে আগাছা বলেছেন) তাদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার থাকতে আমরা পিছপা থাকবো না। আগেও সোচ্চার ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকবো। আমরা আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে বলতে চাই, সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে গোটা জাতির সাথে আমরাও অতীতের মতো একাত্মভাবে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সংসদ অধিবেশনে ঘোষিত দক্ষিণ এশীয় জঙ্গিবাদবিরোধী সমন্বিত সংগ্রাম এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা অতীতেও তাঁর সঙ্গে ছিলাম, আগামি দিনেও থাকবো।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

সাম্প্রতিক আরেকটি বিষয়ের প্রতিও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে আমরা লক্ষ্য করেছি, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের যেসব সংখ্যালঘু নাগরিক স্বদেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, প্রতিবেশী ভারত তাদের নাগরিকত্ব দেবে বলে ঘোষণা করেছে। ভারতের এহেন ঘোষণায় আমরা নিদারুণ উদ্বিগ্ন ও বিচলিত। আমাদের আশংকা, ভারতের এমন ঘোষণার ফলে বাংলাদেশে তৃণমূলে সংখ্যালঘু নির্যাতন বাড়বে কারণ যারা সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করে তাদের জমিজমা আত্মসাৎ করতে চায় তারা আরও উৎসাহিত হবে। আমরা মনে করি, এমন কোন সিদ্ধান্ত ভারতের নেয়া উচিত নয়, যা এ দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকদের দেশত্যাগে উৎসাহিত করবে। অন্যদিকে আমরা এই সংবাদ সম্মেলন হতে ৪৭ সাল থেকে এই পর্যন্ত ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাসের কারণ নির্ণয়ে অনতিবিলম্বে সংসদীয় কমিটি গঠন এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা নিশ্চিত করে তাদের দেশত্যাগ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অন্যতম সংগ্রামী নেতা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে প্রচারিত যাবতীয় অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্যে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে আপনাদের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি অনুরোধ জানাই। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, যে কোন অজুহাতে যারা ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে কিংবা সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী জনতার ঐক্যে ফাটল ধরাতে চান, সাম্প্রদায়িক বিভেদ জিইয়ে রেখে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার মাধ্যমে তাঁদের অভিলাষ পূরণ করতে চান তা' আমরা কোনভাবেই মেনে নেবো না। আমরা জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করার স্বার্থে তাদের যাবতীয় অপপ্রচার অনতিবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানাই। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের সকল জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এদেশের রাষ্ট্র ও সরকারের।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আমরা আশা করি অতীতের মতো মানবাধিকারের নীতির প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় আপনারা আমাদের এ মাটিতে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে অকৃত্রিম বন্ধুর ভূমিকা পালন করবেন। দীর্ঘক্ষণ আমাদের বক্তব্য শোনার জন্যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এখানেই আমাদের বক্তব্য শেষ করছি।

আন্তরিক ধন্যবাদান্তে

মেজর জেনারেল সি আর দত্ত বীরউত্তম, উষাতন তালুকদার এম পি, সভাপতি, **এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত**, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ; **সঞ্জীব দ্রং**, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; **জয়ন্ত সেন দীপু**, সভাপতি ও **এ্যাড. তাপস কুমার পাল**, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ; **অধ্যাপক অজয় রায়**, সভাপতি ও **আর এন ত্রিবেদী**, সাধারণ সম্পাদক, হিউম্যান রাইটস্ কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনরিটিজ (এইচআরসিবিএম); **নির্মল রোজারিও**, মহাসচিব, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন; **অধ্যাপক অসীম রঞ্জন বড়ুয়া**, সভাপতি ও **অশোক বড়ুয়া**, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশন; **অজিত রঞ্জন বড়ুয়া**, সভাপতি ও **সুদীপ বড়ুয়া**, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি; **পান্নালাল দত্ত**, সভাপতি ও **বীরেন অধিকারী**, সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন; **অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস**, সভাপতি ও **সোমনাথ দে**, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি; **এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী**, সভাপতি, শ্রী শ্রী স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ আশ্রম ট্রাস্ট; **শংকর সরকার**, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ এবং **রামানন্দ দাস**, সভাপতি ও **রাজকুমার দাস**, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম।

বি চি ন্তা

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

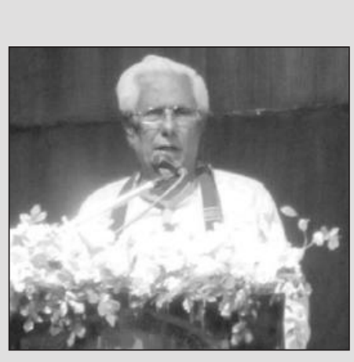

(এপ্রিল সংখ্যার পর)

অভূতপূর্ব গণরায় : পাকিস্তান কাঠগড়ায়

ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন ১২০০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুই অংশ মিলে ধর্মের নামে সৃষ্টি হয় 'পাকিস্তান' নামের এক আজব ও কৃত্রিম রাষ্ট্র। দুই অংশের জনগণের মধ্যে ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-খাদ্যাভ্যাস-জীবনধারা সম্পূর্ণ পৃথক, শুধুমাত্র রয়েছে ধর্মের মিল। সেই পবিত্র ধর্মকে পশ্চিমা শাসক-শোষকচক্র শোষণের বর্ম বানিয়ে পূর্ব বঙ্গের উপর শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অবহেলা-অবমাননা যখন স্থায়ী ব্যবস্থা করে তুলতে চরম ঔদ্ধত্য দেখায়, পূর্ব বাংলাকে পাঞ্জাবের কলোনী বানাতে মরিয়া হয়ে উঠে তখন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে তার ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল।

পূর্ববঙ্গের বাঙালিসহ জনগণের দুই যুগব্যাপী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সুরক্ষা এবং পশ্চিমা শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-লাঞ্ছনা প্রতিরোধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ মহড়া অনুষ্ঠিত হয় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী আইয়ুবকে প্রচণ্ড গণরোষের চাপে পদত্যাগে বাধ্য করে। অতঃপর ৭০ সনে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী প্রথম অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন 'এক লোক এক ভোট' নীতিতে দিতে বাধ্য হয় স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া। এই নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে। অভূতপূর্ব এক ব্যালট বিপ্লবের ঘটনা ঘটে। পূর্ববঙ্গের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতার ন্যায্য দাবিদার হয়ে উঠেন। আওয়ামী লীগের এই ভূমি ধ্বংস বিজয় পাঞ্জাবী সেনা আমলা শাসকগোষ্ঠী কল্পনাও করতে পারেনি। তারা আত্মবিশ্বাসে অটুট ছিলেন যে ক্ষমতার হালুয়া রুটি দিয়ে কেনা বেচার হাট বসিয়ে তাদের ক্ষমতা বলয়ের নিয়ন্ত্রণ পাঞ্জাবী চক্রের হাতেই থাকবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের লাগাম পাঞ্জাবী সেনা-আমলা চক্রের হাতে চিরস্থায়ী হবে।

> পূর্ববঙ্গের বাঙালিসহ জনগণের দুই যুগব্যাপী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সুরক্ষা এবং পশ্চিমা শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-লাঞ্ছনা প্রতিরোধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ মহড়া অনুষ্ঠিত হয় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী আইয়ুবকে প্রচণ্ড গণরোষের চাপে পদত্যাগে বাধ্য করে। অতঃপর ৭০ সনে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী প্রথম অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন 'এক লোক এক ভোট' নীতিতে দিতে বাধ্য হয় স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া। এই নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে। অভূতপূর্ব এক ব্যালট বিপ্লবের ঘটনা ঘটে। পূর্ববঙ্গের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতার ন্যায্য দাবিদার হয়ে উঠেন। আওয়ামী লীগের এই ভূমি ধ্বংস বিজয় পাঞ্জাবী সেনা আমলা শাসকগোষ্ঠী কল্পনাও করতে পারেনি।

পশ্চিমারা ধারণাই করতে পারেনি পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধিকারের দুই যুগের লড়াই-সংগ্রাম-আত্মত্যাগ ও জাতিগত নিপীড়নের নীট ফলাফল হয়ে উঠতে পারে পূর্ববাংলার জনমনে স্থায়ী বিচ্ছিন্নতাবোধ।

শাসকগোষ্ঠীর সাথে পূর্ব বাংলার স্থায়ী বিচ্ছিন্নতা :

পূর্ব বাংলার দ্রব্যমূল্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশী, অথচ আয় কম। পূর্ববঙ্গে পাটসহ অন্যান্য রপ্তানি সামগ্রী যার রপ্তানি আয় পাকিস্তানের অর্ধেক তা পাঞ্জাবসহ পশ্চিমের জন্য ব্যয় হয়। পশ্চিমাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রধান বাজার হবে পূর্ববঙ্গ - যা বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের সমতুল্য। সর্বোপরি বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যসহ জীবনধারার উপর পাক শাসকদের অব্যাহত আক্রমণ তাদের অস্তিত্বের উপর চরম আঘাত মনে করে পূর্ব বাংলার জনগণ। দুই যুগব্যাপী পূর্ব বাংলার উপর পশ্চিম পাকিস্তানের নির্মম শোষণ বঞ্চনা-বৈষম্য রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামরিক সর্বক্ষেত্রে প্রকট আকার ধারণ করে। পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা পাকিস্তানের শতকরা ৫৭ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষত পাঞ্জাবে সিংহভাগ উন্নয়ন বরাদ্দ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান আমদানি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যয় হোত। পাক শাসক তথা পাঞ্জাবী স্বৈরশাসকদের সাথে পূর্ববঙ্গের বাঙালির মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতা চরমে পৌছার পেছনে কাজ করেছে ৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ববঙ্গের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের চরম অবহেলাজনিত বিমাতাসুলভ আচরণ এবং ৭০ এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস গোর্কির কবলে বৃহত্তর বরিশালের ১০ লক্ষ মানুষের বেঘোরে মৃত্যু, লক্ষ লক্ষ আহত, হাজার হাজার কোটি টাকার সহায় সম্পদহানির ঘটনা সম্পর্কে পশ্চিমা শাসকদের অজ্ঞতা-অবহেলা, একটি হেলিকপ্টার ঘটনার ১৫ দিনের পরেও পাঠাতে তাদের অপারগতা, রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া দুর্গত অঞ্চল সফর না করে কোলিককণ্ঠী নূরজাহান ও সুন্দরী নর্তকীদের সঙ্গসুধা এবং সুরাপানে মত্ত থাকা এবং চীন সফরে ব্যস্ত থাকা প্রভৃতি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ জ্ঞান করেছে পূর্ব বঙ্গের হতভাগ্য জনগণ।

'দুর্দিনে ওরা কেউ আসেনি'

'দুঃসময়ে ওরা খোঁজ নেয়ার গরজ দেখায় নি'

এই সকল শিরোনামে পত্র পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের বিবৃতি-বক্তৃতা। তাদের অভিমতে প্রকাশ পায় পাক শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে পূর্ব বাংলার মানুষ কতটা পরিত্যক্ত ও অভিশপ্ত।

উক্ত পটভূমিকায় অনুষ্ঠিত ১৯৭০ এর জাতীয় নির্বাচন আওয়ামী লীগের জন্য শাপেবর হয়ে দেখা দেয়, বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলার জনগণ এই পাকিস্তানব্যাপী প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনটিকে অস্তিত্ব রক্ষা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ হিসেবে বেছে নেন। এ কারণে এক নজীরবিহীন ব্যালট বিপব দেশ-দুনিয়ার মানুষ অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে। এ ঘটনাটি পাক জান্তার সকল অংকের হিসাব ভুল করে দেয়; পাঞ্জাবী শাসক-শোষকদের মধ্যে ক্ষমতা হারানোর আতঙ্ক বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টি হয় এক অপ্রতিরোধ্য জাতীয় সংকট। তাই, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে নিত্য নূতন বাধা-বিঘ্ন, সংকট-সমস্যা তৈরীতে সদাব্যস্ত হয়ে উঠেন পাক সামরিক জান্তা। একাজে তারা পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে চক্রান্তের শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করান, দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ ও জামায়াতকে এই চক্রান্তে সামিল করেন।

এই সময়কালে ভুট্টোর বিভিন্ন বক্তব্য বিশেষতঃ ৩রা মার্চ রাষ্ট্রপতি আহূত 'জাতীয় পরিষদ কসাইখানায় পরিণত হতে পারে' হুঁশিয়ারী কিংবা ৬ দফা প্রশ্নে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে ভুট্টো ও তার দলের অক্ষমতা জ্ঞাপন প্রভৃতি বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভুট্টো পাক জান্তার মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন। ভুট্টো এই হুঁশিয়ারীও দেন যে, পিপিপি ব্যতীত সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানে ভয়াবহ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং পেশাওয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জীবন যাত্রা, নীরব নিথর ও অচল করে দেয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া ১ লা মার্চ ৭১ ঘোষণা করেন ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য সংসদ অধিবেশন স্থগিত করা হোল। ইয়াহিয়া কর্তৃক সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল যাবত স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদ করে শেখ মুজিবর রহমান কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানান, এছাড়া ৩রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস এবং ৭ মার্চ রেসকোর্সে গণজমায়েতের ডাক দেন।

১লা মার্চ সকাল থেকে জনবিক্ষোভে উত্তাল হয় ঢাকাসহ সারাদেশ। বিক্ষোভ-সমাবেশ-প্রতিবাদ মিছিলে নেমে পড়ে ছাত্র-শ্রমিক-পেশাজীবি জনগণ, কৃষক-মাঝি-মুটেমজুর-তাঁতি, জেলে কামার, কুমার, নারী-যুবক সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষ। শোগান উঠে রাজপথে-জনপদে-গ্রাম্যপথে প্রান্তরে –

"ভুট্টোর মুখে লাথি মার
বাংলাদেশ স্বাধীন কর।"
"তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা"
"বীর বাঙালি অস্ত্র ধর
বাংলাদেশ স্বাধীন কর।"
"ঢাকা না পিন্ডি
ঢাকা-ঢাকা"

ইত্যাদি শোগানে বাংলাদেশ মুখরিত - প্রকম্পিত হতে থাকে, ছাত্র-জনতা স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করেন। এই সময়ে পাকিস্তানি হাইজ্যাকাররা লাহোরে ভারতীয় বিমান 'গঙ্গা' বোমা মেরে ধ্বংস করেন। উক্ত হাইজ্যাকারদের সমর্থন জানায় নূর খান ও ভুট্টো, নিন্দা জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। 'গঙ্গা' বিমান ধ্বংসের প্রতিবাদে ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল ভারত নিষিদ্ধ করে।

ইতিহাসের খলনায়ক ভুট্টোর সংসদ অধিবেশন বর্জনের উছিলা কাজে লাগিয়ে ইয়াহিয়া মুজিব-ইয়াহিয়া, মুজিব-ভুট্টো, দ্বিপক্ষীয় উপদেষ্টাদের বৈঠকের নামে নাটক চালিয়ে যান। অপর দিকে সময়ক্ষেপন করে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন।

৭ই মার্চ ও অসহযোগ আন্দোলন :

এদিকে পূর্ববঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ হরতাল ও ৭ মার্চ রেসকোর্সে সমাবেশ ঘোষণা করেন। হরতাল চলাকালে সেনাবাহিনীর গুলিতে শতাধিক মানুষ হত্যা করা হয়। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ১০ লক্ষ দেশবাসীকে সাক্ষী রেখে পাক জান্তার প্রতি চরম ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এবং যার যা কিছু আছে তা নিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই ১৭ মিনিটের বক্তৃতায় জনগণ আলোড়িত-আন্দোলিত-উদ্দীপিত হয় তীব্রভাবে। গেটিসবার্গের বক্তৃতার সমতুল্য বক্তৃতা সমগ্র জাতিকে প্রেরণা ও পথনির্দেশ জোগায়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জাতীয় নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অতঃপর অব্যাহত থাকে অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ কর্মসূচির অংশ হিসাবে সকল সরকারি-বেসরকারি ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের লেনদেন বন্ধ করাসহ ৩৫টি শাসন কার্য পরিচালনার বিধি প্রণয়ন করেন। এর ফলে ইয়াহিয়ার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি। পাক সরকারের সামরিক আইন ও কার্ফ্যু অকার্যকর হয়ে পড়ে - সমানে চলে সভা সমাবেশ - বিক্ষোভ মিছিল অপ্রতিহতভাবে।

অপারেশন সার্চলাইট :

এর মধ্যে ইয়াহিয়া - ভুট্টো পরিকল্পিত চাতুর্যের সাথে বঙ্গবন্ধুর সাথে লোক দেখানো আলোচনা চালাতে থাকেন আর তার আড়ালে পূর্ববঙ্গে সেনা সমাবেশ এবং অস্ত্র-গোলাগুলি সামরিক সরঞ্জাম মজুদ করতে থাকেন। ২০ মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে টিক্কা খান পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে বাঙালি নিধনের নামে গণহত্যার পরিকল্পনা 'অপারেশন সার্চলাইট' অনুমোদন করেন।

২১ মার্চ মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোসেফ ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৪৫ মিনিটের এ আলোচনায় বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন আশ্বাস ও ভূমিকা পালনের কথা হয়নি বলে জানা যায়।

২২ মার্চ ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন পুনরায় স্থগিত করেন।

২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে ৩২ নং ধানমণ্ডি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে বঙ্গবন্ধুর হাতে উত্তোলিত হয় মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা। উৎসাহী ছাত্র যুবকরা বিভিন্ন দূতাবাসে ও সরকারি কার্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা টাঙ্গিয়ে দেয়।

২৫ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র খালাসে শ্রমিকরা বাধা দিলে সামরিক বাহিনীর গুলিতে ১১০ জন নিহত হয়।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ও ভুট্টো চোরের মতো গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৫ মার্চ রাত ১১.৪৫ মিনিটে পাক বাহিনী বর্বর কাপুরুষোচিত গণহত্যা শুরু করে সমগ্র ঢাকা শহর জুড়ে। জগন্নাথ হল, সার্জেন্ট জহুরুল হক হল সহ সমগ্র শহরে জল্লাদ বাহিনী নির্বিচারে হত্যা ও ধ্বংসলীলায় মেতে উঠে।

২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা :

২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২.২০ মিনিট তথা ২৬ তারিখে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু তার সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি বেতার যোগে পাঠানোর জন্য সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিকটেশন দিলেন, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নানসহ কারও কারও কাছে এই বাণী যথা সময়ে পৌছায়। চট্টগ্রাম বেতার থেকে ২৬ মার্চ ২ টা ২৩ মিনিটে ঐ বার্তাটি আব্দুল হান্নান পাঠ করেন। একই দিন সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে স্বাধীনতার এই ঘোষণাটি বাংলায় অনুবাদ করে আবুল কাসেম সন্দীপ পাঠ করেন।

বঙ্গবন্ধু প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :

'The Pakistan Army has attacked Police lines at Rajarbag and East Pakistan Rifles Head Quarters at Pilkhana at Midnight. Gather strength to resist and prepare for a war of Independence.

এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রেরও মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠে, জানাজা পাঠ হয়।

বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তথা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে - যা পরিণত হয়ে জনযুদ্ধে। (চলবে)

বি চি ন্তা

লজ্জা, ভয়

তসলিমা নাসরিন

৯২ সালের ডিসেম্বরে 'লজ্জা' লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম ধীরে ধীরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভাল হবে। অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ ফেরত আসবে। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান আবার একসঙ্গে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে। আবার গাইতে পারবে সেই গান, '... আমরা খ্রিস্টান, আমরা বৌদ্ধ, আমরা হিন্দু, আমরা মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি'। কে জানত, আমার 'লজ্জা' আসলে মানুষকে লজ্জা দেবে না। নিষিদ্ধ করার আগে পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। নিষিদ্ধ হওয়ার পর জাল বইয়ে ছেয়ে গিয়েছিল দেশ, শুধু দেশ নয়, পাশের দেশও। ইউরোপ আমেরিকার প্রকাশকরা রীতিমতো উত্তেজিত ছিল 'লজ্জা' প্রকাশের অনুমতি পাওয়ার জন্য। প্রায় তিরিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে 'লজ্জা'। কী লাভ হয়েছে 'লজ্জা' লিখে, প্রকাশ করে, বিক্রি করে? মানুষের কী লাভ হয়েছে 'লজ্জা' পড়ে? যে 'লজ্জা' লেখার জন্য সাম্প্রদায়িক লোকদের ছুড়ে দেওয়া ঘৃণা পেয়েছি, যে 'লজ্জা' লিখে সরকারের চক্ষুশূল হয়েছি, যে 'লজ্জা' লিখে নিষিদ্ধ লেখক হিসেবে একঘরে হয়েছি, যে 'লজ্জা' লিখে বইমেলায় মুসলিম মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকার হয়েছি, যে 'লজ্জা' লিখে হিন্দু মৌলবাদীদের স্বার্থরক্ষা করেছি এই মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি, সেই 'লজ্জা' পড়ে অসাম্প্রদায়িক মানুষের এতটুকু বোধোদয় হয়নি। 'লজ্জা' পড়ে লজ্জা হয়নি হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানদের। যা ছিল তারা, তাই আছে। বরং আরও ভয়ংকর হয়েছে। সরকার সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াবার ভান করতো তখন, এখন ওই ভানটুকু করার প্রয়োজনও বোধ করে না।

সত্য কথা অকপটে বলার অপরাধে আজ ২২ বছর নির্বাসনদণ্ড ভোগ করছি। এই নির্বাসনে বাস করেও দেশ থেকে অসাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন হলে উৎসব করি। মানবতার পক্ষে কোনও মানববন্ধন হলে আনন্দ পাই। ইদানিং যা খবর পাচ্ছি তা আমাকে ভীষণই উদ্বিগ্ন করছে। আশার যত ছিটেফোঁটা আলো ছিল, একটু একটু করে সব নিভে গেছে। মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী বগার-লেখকদের কুপিয়ে মারা হচ্ছে দেশে। সেই সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের। ক'দিন আগে ঝিনাইদহে সত্তর বছর বয়সী হিন্দুপুরোহিত অনন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে কুপিয়ে মেরেছে তিন মুসলিম সন্ত্রাসী। মোটরসাইকেল থেকে নেমে খুনিরা কুপিয়েছে তাঁকে। সকাল সাড়ে ন'টার দিকে সাইকেলে চড়ে অনন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ি থেকে নলডাঙা বাজারের মন্দিরে যাচ্ছিলেন পুজো করতে। তাঁর আর নলডাঙা পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। অনন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নাস্তিক ছিলেন না। ইসলামের সমালোচনা করে তিনি বগ লিখতেন না বা বইও লিখতেন না। কিন্তু, তাঁকে কেন খুন করা হল? তাঁকে খুন করার একটিই কারণ, তিনি হিন্দু। এরপর পাবনার হেমায়েতপুরে অনুকূল ঠাকুরের সৎসঙ্গ আশ্রমের এক সেবায়েতকে সকালবেলা কুপিয়ে মেরে ফেলা হল। সেবায়েত নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে ইসলামের নিন্দে করেননি। তাঁর অপরাধ তবে কী ছিল? তাঁর অপরাধ ওই একটিই, তিনি হিন্দু ছিলেন। নিখিলচন্দ্র জোয়ারদার নামের এক হিন্দু দরজিকেও কিছু দিন আগে কুপিয়ে মেরে ফেলেছে। মোটরসাইকেল চালিয়ে এই খুনিও এসেছিল। শুধু হিন্দু নয়, সুনীল গোমেজ নামের এক খ্রিস্টান মুদির দোকানিকেও কুপিয়ে মেরেছে খুব বেশি দিন হয়নি। বৌদ্ধ এক ভিক্ষুকেও তো মেরে ফেলল। কিছু বিদেশিকে মেরেছে। এক জাপানি লোক, এক ইতালিয়ান লোক। যাকেই পেয়েছে। সুন্নি সন্ত্রাসীরা সেই মুসলিমদের কুপিয়ে মেরেছে, যাদের তারা মুসলিম বলে মনে করে না। সুফি, শিয়া, আহমদিয়া কাউকে রেহাই দেয়নি। গত ফেব্রুয়ারিতেই তো পঞ্চগড়ের এক হিন্দু পুরোহিতকে গ্রেনেড ছুড়ে, গুলি করে, গলা কেটে মারল মোটরসাইকেলে আসা আততায়ীরা। হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাবে গোপনে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ঘরবাড়ি জমিজমা ত্যাগ করে শুধু জবাই হওয়া থেকে বাঁচার জন্য চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে। হিন্দুদের ভিটেমাটি দখল করার লোভ অনেক মুসলমানের। ভিটেমাটির লোভেই হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে থাকে, যতক্ষণ না তারা সব ছেড়েছুড়ে বিদেয় হয়। লজ্জা উপন্যাসে সুরঞ্জন ঠিক যে ভাবে চলে গিয়েছিল, সে ভাবে আজও হিন্দুরা দেশ ছাড়ছে। ভারত ভাগের সময় থেকেই দেশ ছাড়ছে হিন্দুরা। আদমসুমারি অনুযায়ী ১৯৪১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল শতকরা ২৮ ভাগ, ১৯৫১ সালে হিন্দুর সংখ্যা ছিল শতকরা ২২.০৫ ভাগ, ১৯৬১ সালে শতকরা ১৮.৫ ভাগ, ১৯৭৪ সালে ছিল শতকরা ১৩.৫ ভাগ, ১৯৫১ সালে শতকরা ১২.১৩ ভাগ, ১৯৯১ সালে ১১.৬২ ভাগ, ২০০১ এ শতকরা ৯.২ ভাগ, ২০১১ এ শতকরা ৮.৫ ভাগ। ২০১৬-তে এখন সেটি সম্ভবত আরও অনেক কম। বাংলাদেশে জিহাদিদের সন্ত্রাস যে-হারে বাড়ছে, যে হারে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ চলছে এবং সরকার যে ভাবে চুপচাপ বসে আছে, তাতে মনে হয় না বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে হিন্দুরা আদৌ থাকবে। হিন্দুর সংখ্যা ক্রমে শূন্যতে এসে ঠেকবে। এ দেশে শুধু জিহাদি এবং জিহাদিদের যারা সমর্থন করে, তারাই থাকবে। তারাই দেশে শরিয়া আইন বা আলাহর আইন নিয়ে আসবে। মানবাধিকার বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। নারী আর মানুষ হিসেবে গণ্য হবে না। যৌনবস্তু হিসেবে নারীকে দেখা হবে। বাক-স্বাধীনতা বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না।

ক্ষমতায় যে রাজনৈতিক দলটি এখন আছে, এই দলটিকে চিরকালই 'সেক্যুলার' দল হিসেবে মানুষ ভেবে আসছে। এই দলটি নাকি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু এই দলটি যখন ক্ষমতায়, তখন হিন্দুদের ঘরবাড়ি পোড়ানো, মন্দির ভাঙা, হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করা, হিন্দুদের খুন করা, তাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করার ঘটনা কিছু কম ঘটেনি। হিন্দুদের নিরাপত্তা আসলে কোনও সরকারের আমলেই নেই বাংলাদেশে। এই দেশ জিহাদিরা ক্রমশ দখল করে নিচ্ছে, জিহাদিদের হাত থেকে রক্ষা না করলে দেশটার মৃত্যু হবে। জিহাদিরা দিনে দুপুরে রাস্তাঘাটে এমনকী বাড়িতে ঢুকে সবার চোখের সামনে কুপিয়ে মেরে ফেলছে মুক্তমনা লেখক-বগার, মেরে ফেলছে দেশের সংস্কৃতিমনা ছাত্র-শিক্ষক, মেরে ফেলছে সম্পাদক-প্রকাশক, প্রগতিশীল মুসলমান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। সৌদি আরবের টাকায় বাংলাদেশে প্রচুর মৌলবাদী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যে সব প্রতিষ্ঠান অগুণতি জিহাদি তৈরি করছে। কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে হাসপাতাল, ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় কী নেই মৌলবাদীদের! আজকাল মগজধোলাই-এর কাজ চলছে। শেখ হাসিনা আরও সৌদি অর্থ বিনিয়োগ পেতে মুখিয়ে আছেন। এ নিয়ে ক'দিন আগে বাদশাহের সঙ্গেও কথা বলেছেন। তিনি বোধ হয় বাংলাদেশটাকে হালের ইরাক বা সিরিয়া না বানিয়ে ছাড়বেন না। বাংলাদেশে আজকাল নৃশংস ভাবে কুপিয়ে মানুষ মেরে আইসিস বা ইসলামিক স্টেট থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে তারা মেরেছে। এক একটা হিন্দু মারছে, আর বুক ফুলিয়ে অপকর্মটি তারাই করেছে বলে গর্ব করছে। তাদের এতটুকু ভয় নেই অপকর্ম করতে। কারণ এই অপকর্ম করার জন্য তাদের কোনও শাস্তি পেতে হয় না। দেশের সরকার ইসলামের নামে যে খুনগুলো করছে জিহাদিরা, নিজগুণে তাদের ক্ষমা করে দিচ্ছেন। খুনিদের অপরাধী বলে মনে করেন না দেশের সরকার। তাই এই যে প্রায় প্রতি মাসে, বা আজকাল প্রতি সপ্তাহে যে খুন করছে মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা অর্থাৎ জিহাদিরা, এই খুনের বিরুদ্ধে সরকার থেকে কোনও অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছে না, কোনও বিবৃতি নেই, কোনও হুমকি নেই। যে হুমকি এ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে তা লেখকদের বিরুদ্ধে। ভিকটিমদের বিরুদ্ধে। ভিকটিমদেরই দোষী সাব্যস্ত করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সাবধান করে দিয়েছেন ইসলামের কোনও সমালোচনা যেন তারা না করে, যদি করে, তা হলে তাদের জেলে ভরবেন, শাস্তি দেবেন। দেশে ৫৭ আইসিটি অ্যাক্ট নামের একটি আইন আছে, এই আইনে ফাঁসাচ্ছেন মুক্তচিন্তকদের। কিন্তু, জিহাদি খুনিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য নতুন কোনও আইন তৈরি করেননি। খুনিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যে আইন আছে দেশে, সেটিকেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন না।

হিন্দু সংখ্যা এত কমে গেছে যে হিন্দুরা কোনও দলেরই আর ভোট ব্যাঙ্ক নয়। হিন্দুদের এমনিতেও ভোট দেওয়ার অধিকার নেই। হিন্দুরা আওয়ামি লিগকে ভোট দেয়, কারণ আওয়ামি লিগ সেক্যুলার দল, এই দলটি হিন্দুদের নিরাপত্তা দেয় এ রকম একটি বিশ্বাস প্রায় সকলের। ভোটের সময় আওয়ামি লিগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাসিয়ে যায়, ভোট দিলে তাদের আর রক্ষে নেই, কেউ যেন ভোটের দিন বাড়ি থেকে বের না হয়। অধিকাংশ হিন্দুই ভয়ে ভোট দেয় না। হিন্দু মরলে তাই কারও কিছু যায় আসে না। না খালেদা জিয়ার, না শেখ হাসিনার। না অন্য কোনও দলের।

আমার আর লজ্জা হয় না দেশটির করুণ অবস্থা দেখে, আমার ভয় হয়। (পুনর্মুদ্রিত)

> হিন্দু সংখ্যা এত কমে গেছে যে হিন্দুরা কোনও দলেরই আর ভোট ব্যাঙ্ক নয়। হিন্দুদের এমনিতেও ভোট দেওয়ার অধিকার নেই। হিন্দুরা আওয়ামি লিগকে ভোট দেয়, কারণ আওয়ামি লিগ সেক্যুলার দল, এই দলটি হিন্দুদের নিরাপত্তা দেয় এ রকম একটি বিশ্বাস প্রায় সকলের।

১২ এপ্রিল ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের পূর্ণ বিবরণ

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার অভিযোগে ২২ মার্চ রাত থেকে ২৪ মার্চ দুপুর পর্যন্ত নাকতাড়া গ্রামের ২০টির বেশি হিন্দু বাড়িতে মারপিট, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। সংখ্যালঘুদের ওপর এই হামলা-নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৫ মার্চ ২০১৬ সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

হিন্দুপলিতে হামলা : ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার টগরবন্ধ ইউনিয়নের শিকারপুর গ্রামে ৩১ মার্চ ২০১৬ সন্ধ্যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাদের মারধর, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও জিনিসপত্র লুটপাট করা হয়। এ সময় ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য প্রার্থী মুরাদ হোসেনের ১০-১২জন সমর্থক সন্ধ্যায় লাঠিসোটা নিয়ে শিকারপুর গ্রামে হিন্দুপলিতে হামলা চালিয়ে খোকন বিশ্বাস, কালিপদ ভান্ডার, রবিন বিশ্বাস, আনন্দ বালা, তাপস বিশ্বাস, শ্রীবাস বিশ্বাস ও সত্যরঞ্জন বিশ্বাসের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। এতে ছয় নারীসহ সাতজন আহত হয়েছে।

নীলফামারী সদর উপজেলার চওড়া বড়গাছা ইউনিয়নে ২৬ মার্চ ২০১৬ রাত সাড়ে ১১টায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মোঃ মোশাররফ হোসেনের কর্মীরা আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী জুলফিকার আলী ভুট্টু সমর্থিত কর্মী ও মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি বুদারু বর্মনের উপর হামলা চালায়। তারা বুদারু বর্মনের ডান পায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এরপর তার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ও নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করে। নীলফামারী সদর উপজেলার সোনারায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় তার সঙ্গে উপস্থিত থাকায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর সমর্থকরা এক সংখ্যালঘুকে হুমকি দেয় ও তার বাঁশঝাড় কর্তন করে।

বিগত তিন মাসে সংঘটিত ঘটনাগুলোর বিশেষণে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে খুলনা, বরিশাল, যশোর, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম ও নীলফামারীতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঘটনা ঘটেছে বাগেরহাট, দিনাজপুর, ফরিদপুর, মুন্সীগঞ্জ, নওগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি, সিলেট, টাঙ্গাইল জেলায়। ঘটনার সংখ্যার বিচারে তৃতীয় ধাপে রয়েছে বগুড়া, বান্দরবান, ভোলা, চাঁদপুর, গাইবান্ধা, কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, লক্ষ্মীপুর, লালমনিরহাট, মানিকগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নরসিংদী, ঢাকা, নাটোর, নেত্রকোনা, নড়াইল, পাবনা, সুনামগঞ্জ, ঝালকাঠী জেলা। উপরোক্ত ঘটনাসমূহের প্রেক্ষিতে এদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষায় সরকার ও সংশিষ্ট মহলের নিকট বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দাবি হলো ঃ

1. যেসব জেলাগুলোতে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে সেসব এলাকার প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরও দায়িত্বশীলতার সাথে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানে এগিয়ে আসা
2. প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা
3. সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় বিশেষ আইন প্রণয়ন
4. নারীদের উপর সহিংস ঘটনা দ্রুত বিচার আইনের আওতায় আনা
5. জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচনকালে নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

১৪টি দৈনিক পত্রিকায় (প্রিন্ট মিডিয়া) প্রকাশিত প্রতিবেদন, বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন মানবাধিকার মিডিয়া ডিফেন্ডারদের পাঠানো প্রতিবেদন, এবং বিভিন্ন থানা থেকে প্রাপ্ত কেস ডকুমেন্ট ও ঐক্য পরিষদের সূত্রের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রণয়নকালে সর্বাত্মক সহায়তা করেছে ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদ। ১৪টি প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে এ জাতীয় রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক সংবাদে, তারপরেই রয়েছে ইত্তেফাকের অবস্থান। এ জাতীয় সংবাদের সূত্র হিসেবে অন্যান্য পত্রিকাগুলোর অবস্থান যথাক্রমে জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ ও দৈনিক জনতা, যায়যায়দিন, সমকাল, কালেরকণ্ঠ, প্রথম আলো, ইনকিলাব, যুগান্তর, ডেইলি অবজারভার, এবং ডেইলি স্টার। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিক বন্ধুদের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা, এজাতীয় খবরগুলো অধিক গুরুত্ব সহকারে পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে আপনারা যদি আরও ভূমিকা রাখেন তাহলে এদেশের সংখ্যালঘুদের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ পাবে এবং তার প্রেক্ষিতে সরকার, প্রশাসন, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের করণীয় নির্ধারণে আরও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্রকাশিত খবর নিয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত সংবাদ সংস্থা পিটিআই এবং দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর কাছে যে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন তা এখানে হুবহু মুদ্রিত হলো। (এ সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনের খবর প্রথম পৃষ্ঠায়)

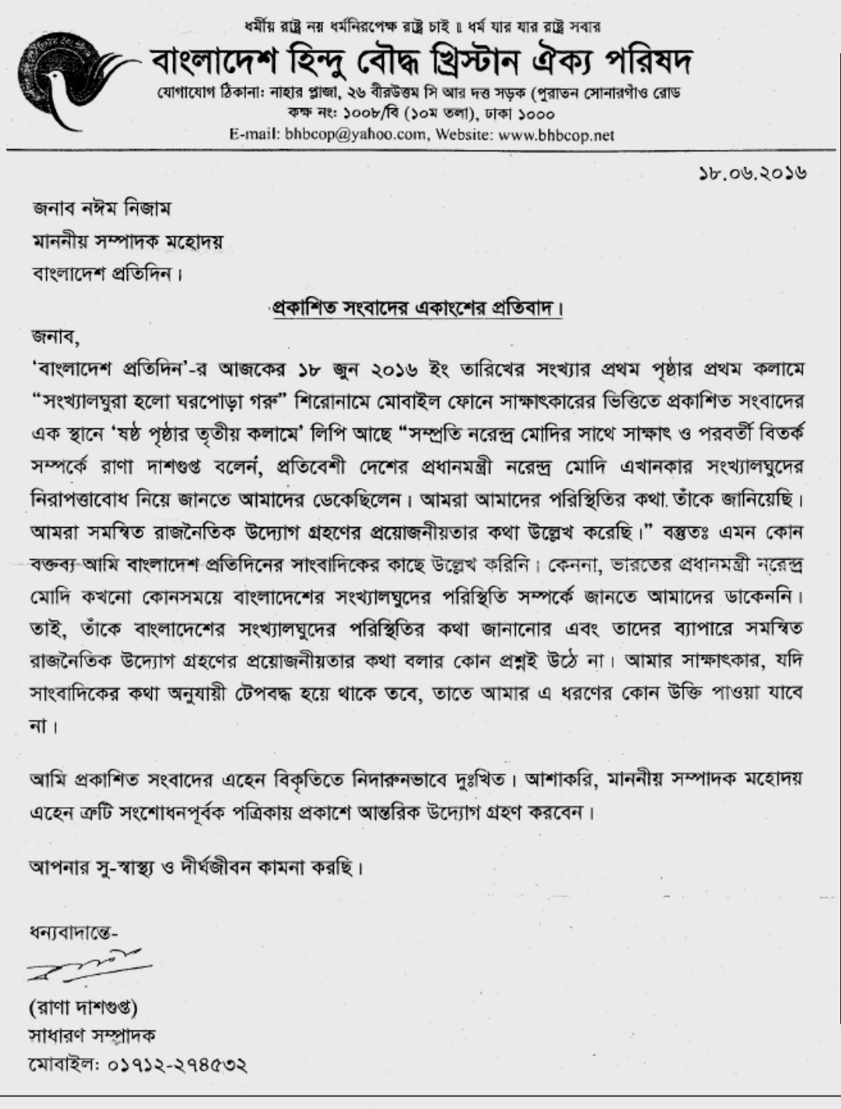

ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
যোগাযোগ ঠিকানা: নাহার প্লাজা, ২৬ বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক (পুরাতন সোনারগাঁও রোড)
কক্ষ নং: ১০০৮/বি (১০ম তলা), ঢাকা ১০০০
E-mail: bhbcop@yahoo.com, Website: www.bhbcop.net

১৮.০৬.২০১৬

জনাব নঈম নিজাম
মাননীয় সম্পাদক মহোদয়
বাংলাদেশ প্রতিদিন।

প্রকাশিত সংবাদের একাংশের প্রতিবাদ।

জনাব,

'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-র আজকের ১৮ জুন ২০১৬ ইং তারিখের সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে "সংখ্যালঘুরা হলো ঘরপোড়া গরু" শিরোনামে মোবাইল ফোনে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রকাশিত সংবাদের এক স্থানে 'ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে' লিপি আছে "সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাৎ ও পরবর্তী বিতর্ক সম্পর্কে রাণা দাশগুপ্ত বলেন, প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখানকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাবোধ নিয়ে জানতে আমাদের ডেকেছিলেন। আমরা আমাদের পরিস্থিতির কথা তাঁকে জানিয়েছি। আমরা সমন্বিত রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছি।" বস্তুতঃ এমন কোন বক্তব্য আমি বাংলাদেশ প্রতিদিনের সাংবাদিকের কাছে উল্লেখ করিনি। কেননা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কখনো কোনসময়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে আমাদের ডাকেননি। তাই, তাঁকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতির কথা জানানোর এবং তাদের ব্যাপারে সমন্বিত রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলার কোন প্রশ্নই উঠে না। আমার সাক্ষাৎকার, যদি সাংবাদিকের কথা অনুযায়ী টেপবদ্ধ হয়ে থাকে তবে, তাতে আমার এ ধরণের কোন উক্তি পাওয়া যাবে না।

আমি প্রকাশিত সংবাদের এহেন বিকৃতিতে নিদারুণভাবে দুঃখিত। আশাকরি, মাননীয় সম্পাদক মহোদয় এহেন ত্রুটি সংশোধনপূর্বক পত্রিকায় প্রকাশে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

আপনার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে-

(রাণা দাশগুপ্ত)
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল: ০১৭১২-২৭৪৫৩২

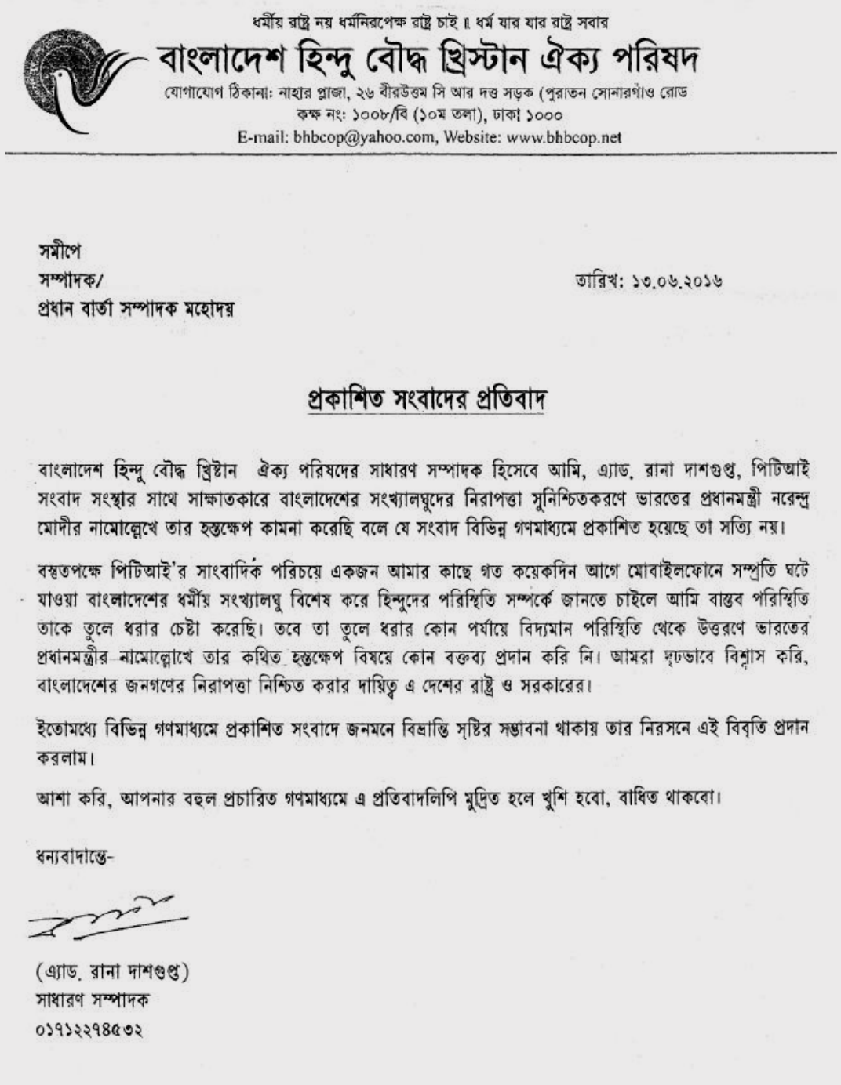

ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
যোগাযোগ ঠিকানা: নাহার প্লাজা, ২৬ বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক (পুরাতন সোনারগাঁও রোড)
কক্ষ নং: ১০০৮/বি (১০ম তলা), ঢাকা ১০০০
E-mail: bhbcop@yahoo.com, Website: www.bhbcop.net

সমীপ
সম্পাদক/
প্রধান বার্তা সম্পাদক মহোদয়

তারিখ: ১৩.০৬.২০১৬

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি, এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, পিটিআই সংবাদ সংস্থার সাথে সাক্ষাতকারে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামোল্লেখে তার হস্তক্ষেপ কামনা করেছি বলে যে সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা সত্যি নয়।

বস্তুতপক্ষে পিটিআই'র সাংবাদিক পরিচয়ে একজন আমার কাছে গত কয়েকদিন আগে মোবাইলফোনে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি বাস্তব পরিস্থিতি তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তবে তা তুলে ধরার কোন পর্যায়ে বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নামোল্লেখে তার কথিত হস্তক্ষেপ বিষয়ে কোন বক্তব্য প্রদান করি নি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এ দেশের রাষ্ট্র ও সরকারের।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় তার নিরসনে এই বিবৃতি প্রদান করলাম।

আশা করি, আপনার বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে এ প্রতিবাদলিপি মুদ্রিত হলে খুশি হবো, বাধিত থাকবো।

ধন্যবাদান্তে-

(এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত)
সাধারণ সম্পাদক
০১৭১২২৭৪৫৩২

পিটিআই-এর কাছে পাঠানো প্রতিবাদটি ভারতের খ্যাতনামা দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে যেভাবে মুদ্রিত হয়েছে :

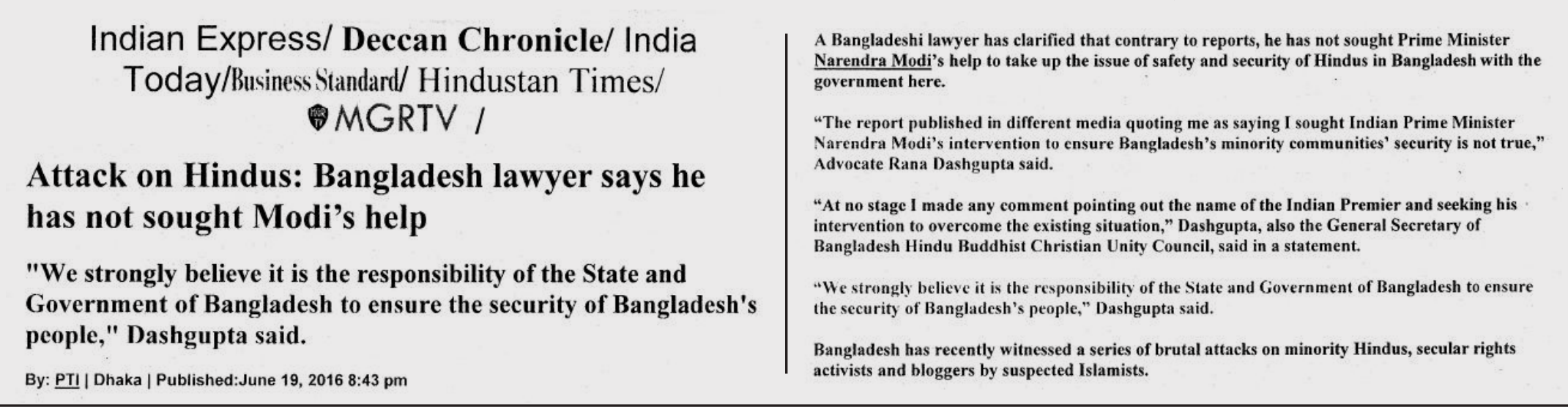

Indian Express/ Deccan Chronicle/ India Today/Business Standard/ Hindustan Times/ MGRTV /

Attack on Hindus: Bangladesh lawyer says he has not sought Modi's help

"We strongly believe it is the responsibility of the State and Government of Bangladesh to ensure the security of Bangladesh's people," Dashgupta said.

By: PTI | Dhaka | Published:June 19, 2016 8:43 pm

A Bangladeshi lawyer has clarified that contrary to reports, he has not sought Prime Minister Narendra Modi's help to take up the issue of safety and security of Hindus in Bangladesh with the government here.

"The report published in different media quoting me as saying I sought Indian Prime Minister Narendra Modi's intervention to ensure Bangladesh's minority communities' security is not true," Advocate Rana Dashgupta said.

"At no stage I made any comment pointing out the name of the Indian Premier and seeking his intervention to overcome the existing situation," Dashgupta, also the General Secretary of Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, said in a statement.

"We strongly believe it is the responsibility of the State and Government of Bangladesh to ensure the security of Bangladesh's people," Dashgupta said.

Bangladesh has recently witnessed a series of brutal attacks on minority Hindus, secular rights activists and bloggers by suspected Islamists.

ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনকে হুমকি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এঘটনায় সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তদের মাঝে আতংক বিরাজ করছে। ১৫ দিনেও ভয়-উৎকণ্ঠা কাটেনি।

ওয়ারী থানার ওসি জেহাদ হোসেন জানান, ১৫ জুন রাত ৯টার দিকে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের প্রধানকে হত্যার হুমকি পাওয়ার কথা জানিয়ে থানায় একটি জিডি করা হয় মিশরে পক্ষ থেকে। ওইদিন সন্ধ্যায় কম্পিউটার টাইপ ও হাতের লেখা একটি চিঠি মিশনে আসে বলে জিডি অভিযোগ করা হয়েছে। চিঠির উপরের অংশে কম্পিউটার টাইপের মাধ্যমে 'ইসলামিক স্টেট অব বাংলাদেশ, চান্দনা চৌরাস্তা ঈদগাঁও মার্কেট, গাজীপুর মহানগর' লেখা রয়েছে।' তিনি বলেন, চিঠিতে ওই ধর্মগুরুর উদ্দেশে বলা হয়, বাংলাদেশ একটি ইসলামি রাষ্ট্র, এখানে ধর্মপ্রচার করতে পারবি না। ধর্মপ্রচার করা হলে ২০ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে তোকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হবে। তবে কোন মাসের ২০ থেকে ৩০ তারিখ সে বিষয়ে চিঠিতে উলেখ নেই। ধর্মগুরুর নামে আসা চিঠিটির খামের ওপরে প্রেরকের ঠিকানায় এবি সিদ্দিক, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, ধানমন্ডি, ঢাকা লেখা রয়েছে। ওসি জানান, রামকৃষ্ণ মিশনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা মিশন পরিদর্শন করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জিডির তদন্ত কর্মকর্তা ওয়ারি থানার এসআই মাহমুদুল হাসান বলেন, এসএ পরিবহনের নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী পুরোহিতকে হুমকি দিয়ে লেখা চিঠিটি দিয়ে গেছে। তবে সে যে কুরিয়ারকর্মী নয় তা নিশ্চিত হওয়া গেছে। চিঠিতে কুরিয়ার সার্ভিসের নয়, রাষ্ট্রীয় ডাক বিভাগের অধীন ওয়ারি ডাকঘরের সিল রয়েছে। আবার ওই ডাকঘরে ব্যবহৃত সিলের সঙ্গে চিঠির খামের সিলমোহরেরও মিল নেই। এতে সন্দেহটা বেড়েছে। হুমকিদাতার খোঁজে সম্ভাব্য কয়েকটি স্থানে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। তা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারত সরকার এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি হুমকি দেয়ায় কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনকে মিশনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে বলেছেন। হুমকি পাওয়ার পর আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন করেছেন এবং অধ্যক্ষ স্বামী ধ্রুবেশানন্দ মহারাজের সাথে দেখা করে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ এই প্রতিষ্ঠানের পাশে রয়েছে বলে জানিয়েছেন। মিশন পরিদর্শন করেছেন ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলাও।

মণিরামপুরে প্রান্তিক কৃষকদের ২'শ বিঘা জমি দখল করে মাছের ঘের

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

বাহিনী বোমা, পিস্তল, রামদাসহ দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মাটিকাটা ২টি স্কেভেটর মেশিন নিয়ে মোবারকপুর মৌজায় জোর করে ২শ বিঘা ফসলী জমিতে ঘের কাটা শুরু করে। এ সময় জমির মালিক সুনিল, চিত্র হাজরা, ভগিরথ, মুকুন্দ, রফিকুল, মিলনসহ জমির মালিকরা বাঁধা দিতে আসলে তাদেরকে ক্যাডার বাহিনীর কাছে থাকা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে মারপিট করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গোকুল চন্দ্র হাজরাসহ অনেকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সাংবাদিকদের জানান, ওই বাহিনী হুংকার দেয়, কেউ এ ব্যাপারে টু-শব্দ করলে নিস্তার নেই, তোমাদের এদেশে থাকার দরকার নেই, ভারতে চলে যাও। এ প্রসঙ্গে উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা পবন কুমার বিশ্বাস তপন বলেন, 'শুধু সংখ্যালঘুর জমির নয়; আরো যাদের জমিতে জোর করে ঘের করা হচ্ছে–সেই সন্ত্রাসী দখলদার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে জোর দাবি জানাচ্ছি।' রামনাথপুর গ্রামের শহিদুল মিলন বলেন, তার ৪৮ শতক জমি জোর করে দখলে নিয়ে ঘের করছে। চন্ডিপুর গ্রামের শামীম হোসেন অভিযোগ করে বরেন, আমি চাকুরির সুবাদে বাইরে থাকি, আমার আর কোন ভাই নাই। অথচ আমার সাথে কোন কথা না বলেই প্রায় ৩ বিঘা ফসলী জমির মাটি কেটে জোর করে ঘের করা হচ্ছে'। এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান মন্টু জমি মালিকদের লিখিত না নেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে সাংবাদিকদের জানান, মৌখিকভাবে কৃষকদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া হয়েছে। এখন ঘের নির্মাণ কাজ চলছে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে জমির মালিকদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া হবে।

জানতে চাইলে মনিরামপুর থানার ওসি তাহেরুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ পেয়ে সরেজমিন তদন্তে থানার সেকেন্ড অফিসার সিকদার মতিয়ারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় পাঠানো হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল হাসান বলেন, আমাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানালে ব্যবস্থা নিবো।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ড. হুমায়ুন কবীর বলেন, আমি এখনি বিষয়টি দেখছি।

---

১২ এপ্রিল ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের পূর্ণ বিবরণ

(গত সংখ্যার পর)

জানা যায় বানিয়াচং উপজেলার উত্তর সাঙ্গর গ্রামের সংখ্যালঘু ওই গৃহবধুকে গ্রামের মনু মিয়া গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় ধর্ষিতার স্বামী স্থানীয় মুরুব্বীদের কাছে বিচারপ্রার্থী হন। ১৬ জানুয়ারি সালিশে মনু নিজের অপরাধ স্বীকার করায় তাকে গ্রাম পুলিশের সহায়তায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এরপর ১৭ জানুয়ারি তার ভাই উস্তার মিয়া জোরপূর্বক তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। ওইদিনই মধ্যরাতে মনুসহ ২/৩ জন আবারও ওই গৃহবধুর বাড়িতে গিয়ে তার স্বামীকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে হাত-পা বেঁধে তাদের সামনেই তাকে আবারও ধর্ষণ করে। জানা যায় মনু স্থানীয় মন্দরী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি ইদ্রিস মিয়ার ছোট ভাই।

অস্ত্রের মুখে গণধর্ষণ : একদল দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে গণধর্ষণ করেছে পাবনা সরকারি অ্যাডওয়ার্ড কলেজের ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক হিন্দু ছাত্রীকে (২১)। পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার পুন্ডুড়িয়া গ্রামে ১৩ মার্চ ২০১৬ রোববার রাতে এ ঘটনা ঘটে। মামলা দায়ের করায় ধর্ষিতার পরিবারের সদস্যদের ধর্ষকরা অব্যাহত হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া আসামীরা এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের গ্রেফতারে স্থানীয় প্রশাসন যথেষ্ট তৎপর ছিল না বলেও অভিযোগ রয়েছে।

পিতার সামনে মেয়েকে গণধর্ষণ : ১৯ মার্চ ২০১৬ কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার পশ্চিম সাচাইল গ্রামের বৃদ্ধ বাবাকে জিম্মি করে তার সামনেই পালাক্রমে ধর্ষণের শিকার হয় সংখ্যালঘু রবিদাস সম্প্রদায়ের ১৩ বছরের এক কিশোরী। ঘটনার পর অভিযুক্ত দুই ধর্ষকের হুমকির মুখে আতঙ্কে রয়েছে পরিবার। দুই ধর্ষকের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে পরিবারের লোকজনকে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। ধর্ষকদের পক্ষে এলাকার প্রভাবশালী একটি মহল ঘটনা ধামাচাপা দিতে মরিয়া হয়ে তৎপরতা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে ধর্ষণের ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় তোলপাড় হলেও তাড়াইল থানার ওসির দায়িত্বে থাকা এসআই রফিকুল ইসলাম তালুকদার এ ধরনের কোনো ঘটনা তিনি শোনেন নি বলে এড়িয়ে যান।

দুই বোনকে গণধর্ষণ, আলামত নষ্ট করার চেষ্টা জনপ্রতিনিধির : লক্ষীপুরের কমলনগর উপজেলায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে দলবেঁধে রাতভর ধর্ষণ করা হয় দুই কিশোরী বোনকে। এই ঘটনায় স্থানীয় ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মীমাংসার নামে সময়ক্ষেপণ করে ধর্ষণের আলামত নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে।

২৯ মার্চ ২০১৬ মঙ্গলবার রাতে তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের ইসলামগঞ্জ বাজার এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে দুই বোন গণধর্ষণের শিকার হয়। বিষয়টি স্থানীয় নবনির্বাচিত ইউপি সদস্য আবদুর রহিম দুলাল মাঝিকে জানালে তিনি মীমাংসা করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে ভুক্তভোগীদের মামলা না করতে বলেন। অভিযুক্তরা নবনির্বাচিত ইউপি সদস্য আবদুর রহিম দুলাল মাঝির চাচাতো ভাই ও নিকট আত্মীয়। যে কারণে মীমাংসার নামে সময়ক্ষেপণ করে ধর্ষণের আলামত নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়।

ধর্ষণচেষ্টা : রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের উপর পলি পাড়ায় ১০ বছর বয়সী তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া এক পাহাড়ি স্কুলছাত্রীকে শীলতাহানির চেষ্টা চালিয়েছে একই ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামের মোঃ জাকির (৩০)। ১৩ মার্চ ২০১৬ বেলা পৌনে ২টার সময় এ ঘটনা ঘটে।

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে বারোকোনা আদিবাসী পলির এক বিধবা (৩৫) নারীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে পুলিশ তোজাম্মেল হোসেন (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ২৭ মার্চ ২০১৬ রবিবার রাত ১০টার দিকে তোজাম্মেল হোসেন আদিবাসী ওই বিধবা নারীর বাড়িতে ঢুকে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

এছাড়া পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়ার লক্ষণা গ্রামের হিন্দু এক গৃহবধূকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে আনোয়ার হোসেন রিপন কাজীকে গ্রেফতার করেছে মঠবাড়িয়া থানা পুলিশ। ২৯ মার্চ ২০১৬ সকালে প্রতিবেশী রিপন কাজী ঘরে ঢুকে উক্ত গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।

অপহরণ : ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ স্কুলে যাওয়ার পথে কিশোরগঞ্জের কাটিয়াদি উপজেলার বানিয়াগ্রাম গ্রামের নবম শ্রেণীর ছাত্রী স্মৃতি রানী বিশ্বাসকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা।

গর্ভবতী হিন্দু গৃহবধুকে অপহরণ করে ধর্মান্তরিত : ১১ মার্চ ২০১৬ টাঙ্গাইলে তন্দ্রা দেবনাথ নামের এক গর্ভবতী হিন্দু গৃহবধুকে জোরপূর্বক অপহরণ করে মোহাম্মদ হাবিব নামের এক সন্ত্রাসী। এরপর তাকে আটকে রেখে ধর্মান্তরিত করা হয়। তন্দ্রা দেবী বিশ্বজিৎ দেবনাথ নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তার স্ত্রী।

অপহরণ ধর্ষণ ও ধর্মান্তরকরণ : ১৩ মার্চ ২০১৬ নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া এলাকা থেকে অপহরণের শিকার হন এক সংখ্যালঘু তরুণী। অপহরণের পর তাকে ধর্ষণ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হত্যার হুমকি প্রদান করা হয় মেয়েটির পিতামাতাকে।

স্কুলশিক্ষিকাকে অপহরণ : ফরিদপুরে মণিকা সাহা (৩৪) নামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক স্কুলশিক্ষিকাকে অপহরণ করা হয়। এরপর অপহরণকারীরা মণিকার স্বামী বলরাম পোদ্দারের কাছে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। ২১ মার্চ ২০১৬ সোমবার বিকেল ৫টার দিকে ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলী সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সামনের মোড় থেকে ওই স্কুলশিক্ষিকাকে অপহরণ করা হয়।

এছাড়া গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার বারপাইকা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া কীর্তনীয়া দলের ৩ সদস্যকে অপহরণ করে একটি সন্ত্রাসী চক্র। পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে।

৯ মার্চ ২০১৬ রাঙামাটির রাজস্থলীতে বিজয় মারমা নামে ৭ বছর বয়সী এক শিশুকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা। পরে তাকে উদ্ধার করা হয়।

ইউপি নির্বাচন ২০১৬ কালীন সহিংসতা

প্রতিটি নির্বাচনেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর বিশেষত হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার নির্যাতন ঘটে থাকে তা আমরা অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই অবগত আছি। সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের উপর অতীতের মতোই অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে ব্যাপকহারে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় যে কয়টির সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৮২৫০।

প্রকৃতপক্ষে ঘটনার সংখ্যা আরও অনেক বেশি। সেই হিসেবে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যাও অনুমেয়। অন্যান্য সময়ে নির্বাচনে শুধুমাত্র যেকোনো সুনির্দিষ্ট একটি দলই এই অত্যাচার নির্যাতনের সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলমতনির্বিশেষে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। এ ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে আওয়ামী লীগের প্রার্থী, আওয়ামী লীগের বিরোধী প্রার্থী, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী, বিএনপি, জামাত ও অন্যান্য প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ইতঃপূর্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে হারলে কিংবা জিতলে উভয় ক্ষেত্রেই নৌকা প্রতীকে সমর্থনের অভিযোগে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুরা কেউ প্রার্থী, কেউ সমর্থক, কেউ নৌকা প্রতীকের, কেউ নৌকার বিরোধীতাকারী, কেউ স্বতন্ত্র, কেউ বিজয়ী, কেউবা পরাজিত।

মূল কথা তারা সংখ্যালঘু, তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি কিংবা কারণের প্রয়োজন নেই। সংখ্যালঘু হলেই নির্যাতন চলবে এটাই এখন স্বাভাবিক এবং সাধারণ বিষয়। নিম্নে এই নির্বাচনকালীন ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার বিবরণ তুলে ধরছি।

দেশত্যাগের হুমকি, পালিয়ে বেড়াচ্ছে সংখ্যালঘু পরিবারের পুরুষ সদস্যরা : বরিশালের গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুরসহ কয়েকটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় নির্বাচন-পরবর্তী হামলা ও মামলার টার্গেটে পরিণত হয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। এসব এলাকায় ২২ মার্চ ২০১৬ মঙ্গলবার রাতে ও বুধবার হামলার পর বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অব্যাহত হুমকি দেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার ভোটারদের দেশত্যাগের হুমকি দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকির মুখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষরা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়। বরিশালের উজিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে পরাজিত প্রার্থী-সমর্থকসহ সংখ্যালঘু ভোটারদের ওপর হামলায় প্রায় অর্ধশত ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও প্রায় ২ শতাধিক নারী-পুরুষ আহত হয়। উজিরপুরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ইউনিয়নগুলোর জনপদে বেশ কয়েকদিন ধরে চলে বিজয়ী প্রার্থীর ক্যাডারদের হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও মামলা। গৌরনদীর সরিকল ইউনিয়নের মহিষা গ্রামের ঋষি পাড়ার সংখ্যালঘু পরিবারের পুরুষ সদস্যরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বলে জানা যায়। ২২ মার্চ ২০১৬ ইউপি নির্বাচনে ফলাফল প্রকাশের আগেই শুরু হয় বিভিন্ন ইউনিয়নে নির্বাচনি সহিংসতা আর ঘর বাড়ি ভাঙচুর। এসব হামলা, লুটপাট ও সহিংস ঘটনায় আহতদের চিকিৎসায় হাসপাতালে তিল ধারনের ঠাঁই মিলে নি। আহতদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হয় কর্তব্যরত ডাক্তার ও সেবিকাদের। হামলার ভয়ে আর জীবন বাঁচানোর তাগিদে সংখ্যালঘু পাড়াগুলো জনশূন্য হয়ে পড়ে।

সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ : ১ মার্চ ২০১৬ ভোলা সদর উপজেলার বাপ্তা ইউনিয়নের বাপ্তা গ্রামের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কালিগাছ বাড়ির বাসিন্দা রিপন চন্দ্র দে (তনু)-এর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ঘরের আলমারি ভাঙচুর করে এবং জমি বিক্রির নগদ ১৪ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায় চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্যাডাররা। এসময় রিপন চন্দ্র দে-কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে জখম করা হয়। এই হামলায় সংখ্যালঘু পরিবারটির আরও তিন জন সদস্য আহত হয়।

২১ মার্চ ২০১৬ স্বরূপকাঠী জলাবাড়ী ইউপির নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আশীষ কুমার বড়াল-র উপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় আশীষ বড়ালের মাথায় দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়। একই সাথে তার সাথে থাকা ১০/১২ জনকে কুপিয়ে জখম করে প্রতিপক্ষ। ২২শে মার্চ নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

২২ মার্চ ২০১৬ পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় হিন্দু ইউপি প্রার্থী নৌকা প্রতীকের গৌতম রায়ের বাড়িতে ও মন্দিরে হামলা এবং ভাঙচুর চালায় প্রতিপক্ষ প্রার্থী। এদিন বিকেলে অতর্কিত হামলা করে শতবর্ষী পূজামন্ডপের মূর্তি, ধর্মীয় সমাবেশ ঘর, ৩টি মটর সাইকেল ভাঙচুর করে ও নারী পুরুষদেরকে মারধর করে জামায়াত, বিএনপি ও আওয়ামী বিদ্রোহী প্রার্থীর সন্ত্রাসী বাহিনী।

২৪ মার্চ ২০১৬ বৃহস্পতিবার ইউপি নির্বাচনের বিরোধকে কেন্দ্র করে বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জের বনগ্রাম ইউনিয়নের মোহনপুর গ্রামে চারটি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা, লুট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। নির্বাচনে সদস্য পদে জয়ী হওয়ার দুদিন পরে বেলাল শেখ শতাধিক লোক নিয়ে রাতে অরুণ কুমার সেন, পরিতোষ সেন, শুভংকর সেন ও পুলিন বিহারী সেনের বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। হামলাকারী শতাধিক লোক ওই বাড়িগুলো থেকে নগদ টাকা, মোবাইল সেট ও মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় তারা একটি গোয়ালঘরে অগ্নিসংযোগ করে। মোলাহাটে নির্বাচিত গাওলা ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল কবির ও তার সমর্থকরা পলীবিদ্যুৎ সমিতির এলাকা পরিচালক বিশিষ্ট সমাজসেবক ডা. মনোরঞ্জন হালদারকে মারধর করে।

বেছে বেছে হিন্দু বাড়িতে হামলা, পাঁচ শতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙচুর: খুলনার পাইকগাছা, কয়রা ও ডুমুরিয়া এলাকায় ইউপি নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা চরম আকার ধারণ করে। বিজয়ী এবং পরাজিত প্রার্থীদের হামলা, পাল্টা হামলা, পাল্টাপাল্টি মামলা, পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান ও গ্রেফতার আতঙ্কে অনেক গ্রাম পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে। গ্রাম ছেড়ে অনেকে শহরে অথবা বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। পাইকগাছায় চারটি ইউনিয়নে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় এলাকাটি প্রায় পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে। গ্রামে গ্রামে চলে হামলা, পাল্টা হামলা। নিরীহ ব্যক্তিদের আসামী করে থানায় মামলা দেওয়া হয়। পাইকগাছার হরিঢালী ইউনিয়নে প্রতিদিন রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে টাকা-পয়সাওয়ালা লোকদের ধরে গ্রেফতার বাণিজ্য করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ সময় গ্রেফতার আতঙ্কে দিন কাটায় ৪ ইউনিয়নের মানুষ। আতঙ্কে অনেকেই এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। ২২ মার্চ ২০১৬ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হেরে পাইকগাছা উপজেলার সোলাদানা ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবদুল মান্নান গাজী ও তার ক্যাডার বাহিনী বেছে বেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়িতে হামলা করে। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের পাঁচ শতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। নির্বাচনের পর এলাকার ৯৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মিথ্যা মামলা দেওয়ায় ভীত হয়ে পাঁচ হাজার নারী-পুরুষ এলাকা ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। মান্নান গাজী ও তার বাহিনী পুলিশ নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তলাশি চালায়। এ জাতীয় সহিংস তৎপরতার প্রতিবাদে ৩০ মার্চ ২০১৬ বুধবার দুপুরে খুলনার পিকচার প্যালেস মোড়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে ভুক্তভোগী হিন্দু সম্প্রদায়ের শতাধিক পরিবার। কয়রা উপজেলায় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-দোকান-ঘরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। হামলায় ২০ জন আহত হয়ে কয়রা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। ভাঙচুর করা হয় ৩টি বাড়ি ও ৬টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরে নিজ প্রতীকে ভোট না দেয়ায় উক্ত প্রার্থী কর্তৃক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, বাড়িঘর ভাঙচুর ও জীবননাশের হুমকি দেয়া হয়। ডুমুরিয়ার আটলিয়া ইউনিয়নের মঠবাড়ী মালোপাড়ায় ২৪ মার্চ ২০১৬ বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে পাঁচটি বাড়িতে হামলা চালায়। ১৩ নং গুটুদিয়া ইউনিয়নে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার ঘটনা ঘটে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোস্তফা সরোয়ার জয়ী হয়ে তার বাহিনী দিয়ে বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বিদের উপর আক্রমণের এক পর্যায়ে ২৪ মার্চ ২০১৬ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে গুটুদিয়া গ্রামের বাসিন্দা দেবদাস মন্ডলকে মারপিট করে। তারা কুলটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কমল কান্তি রায়কে ইট দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে।

এক পর্যায়ে তাকে গুলি করতে গেলে প্রতিবেশী অর্চনা ফৌজদার এগিয়ে গেলে তাকেও বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। এই ঘটনায় কুলটি, জিলেরডাঙ্গা, জেলেরডাঙ্গা এবং গুটুদিয়া এলাকার হাজার হাজার নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক আটকে রেখে লাঠি নিয়ে মিছিল করে।

ঘরছাড়া প্রায় ১শ হিন্দু পরিবার : সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার ঠাকুরাবাদ, গাইয়াখালি, হাঁসখালী ও বলাবাড়িয়া এলাকার প্রায় ১শ হিন্দু পরিবার উপজেলা চেয়ারম্যান এ বি এম মোস্তাকিমের নির্দেশে ও নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মিলনের নেতৃত্বে হামলার শিকার হয়ে জীবনের ভয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। প্রকাশ্যে মেয়েদের ধর্ষণের হুমকি দেয়া হয়। রাতে হঠাৎ তাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেওয়া হয়। বাড়িতে থাকতে আতঙ্কিত বোধ করে যোড়শী ও গৃহবধূরা।

পৃষ্ঠা ৫

লন্ডনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুক্তরাজ্য শাখার সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সভাপতি উষাতন তালুকদার এমপি ছবি : পরিষদ বার্তা।

লন্ডনে ঐক্য পরিষদের সভায় উষাতন তালুকদার

আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে কোনো বিকল্প নেই

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির অন্যতম শীর্ষ নেতা উষাতন তালুকদার এমপি গত ২২ জুন লন্ডনে পরিষদের যুক্তরাজ্য শাখা কমিটির এক সভায় যোগ দেন। এই সভায় বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত হামলায় ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানানো হয়। উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় জঙ্গিদের ক্রমবর্ধমান উত্থানে। সভায় জন সংহতি সমিতির তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের যুক্তরাজ্য শাখা কমিটির সভাপতি ধীরেন্দ্র নাথ হালদার, সঞ্চালনা করেন ইউরোপ ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুজিত সেন। এছাড়া যুক্তরাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডা. শিপ্রা দাশ, তারাপদ সরকার, সঞ্জয় ভৌমিক, শিশির কান্তি দাশ, শ্যামল রায়, প্রবীণ চাকমা, লালআউলা ও রবীন্দ্র চন্দ্র বর্মণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গি হামলায় নিহত পুরোহিত আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলি ও পাবনায় সৎসঙ্গ আশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পান্ডে হত্যা, কলেজ শিক্ষক রিপন চক্রবর্তীর ওপর হামলাসহ বিভিন্ন হামলা ও হুমকির ঘটনাগুলো সভায় আলোচনায় উঠে আসে। বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি ও সংখ্যালঘুদের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ নিয়ে সভায় দীর্ঘ আলোচনা হয়। ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়, হামলার ঘটনায় হত্যাকারী ও হামলাকারীদের অনেকেই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। সভায় উলেখ করা হয়, ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষকে হুমকি দেয়া হয়েছে এবং ধর্ম প্রচার বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। বক্তারা বলেন, ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ভিত্তিহীন বক্তব্য ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের আরও শংকিত করছে। অনেকে মনে করেন, এসব প্রচারণা ঐক্য পরিষদকে দুর্বল করার জন্যই উদ্দেশ্যমূলক ভাবে করা হচ্ছে।

সভায় বক্তারা আরও বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও হত্যা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই চলিয়ে যেতে হবে। সভায় সংখ্যালঘু অধিকার কমিশন ও পৃথক সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আহ্বান জানানো হয় সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাহাত্তরের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে আনা এবং শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি প্রর্ত্যপর্ণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের। সভায় পার্বত্য শান্তি চুক্তি দ্রুত পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়।

উষাতন তালুকদার প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। জাতীয় সংসদে উত্থাপন করবেন। তিনি বলেন, ঐক্য পরিষদ এবং পার্বত্য জন সংহতি সমিতি কাজ করে যাচ্ছে, সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে, ঐক্য সুদৃঢ় করতে হবে। এছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

মতবিনিময় সভায় রানা দাশগুপ্ত

সন্ত্রাস প্রতিরোধে প্রতিরোধ কমিটি গঠনের আহ্বান

॥ চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, আত্মরক্ষার অধিকার সবারই আইনগত অধিকার। অধিকার রক্ষায় পাড়ায়-মহলায় সর্বত্র সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি গঠনের সময় এসেছে। এ'প্রসঙ্গে তিনি পুলিশ প্রশাসকের বাঁশি-লাঠি বিতরণ কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, জনগণের সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা ছাড়া প্রশাসনের একার পক্ষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। গত ৩০ জুন বিকেলে জে এম সেন হলে আয়োজিত এক সভায় মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বিশেষ মহল দেশকে অস্থিতিশীল করে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার অভিপ্রায়ে ভিন্ন মতাবলম্বী, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তার ধারক বিশেষ করে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে '৭১এর কায়দায় টার্গেট করে তাদের উপর হামলা চালাচ্ছে, হত্যা করছে। ঘর-বাড়ি, উপাসনালয়, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিচ্ছে, পুরোহিত-যাজক-ভিক্ষুদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে, দেশে থাকতে হলে চাঁদা দেওয়ার দাবি করছে। এসবের সমাধান দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া নয়। দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সকল প্রকার সমস্যাকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করা। তিনি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান অস্তিত্বের সংকট থেকে উত্তরণ এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সরকার ও দেশের গণতন্ত্রকামী সকল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সংগঠনসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গৃহীত ৭ দফা দাবিকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রাণের দাবি হিসেবে উলেখ করে বলেন, এ দাবির বাস্তবায়ন নিয়ে সরকারকে বাধ্য করার জন্য সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক তাপস হোড় এর সঞ্চালনায় মতবিনিময় অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মহানগর ঐক্য পরিষদের সভাপতি প্রকৌশলী পরিমল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, চট্টগ্রাম জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত, অধ্যক্ষ বিজয় লক্ষী দেবী, এ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী, চেয়ারম্যান অসীম দেব, আদিবাসী ফোরাম চট্টগ্রামের আহ্বায়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা, বিষ্ণুযশা চক্রবর্তী, দুলাল সরকার, টি.কে সিকদার, মিথুন বড়ুয়া, চেয়ারম্যান রণবীর ঘোষ টুটুল, পন্ডিত দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দাশ, বিজয় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারী, বিজয় দাশ, অনুপ রক্ষিত, বিশ্বজিৎ পালিত, বিকাশ মজুমদার, চিন্ময় দাশ ব্রহ্মচারী, অজিত শীল, এ্যাড. রুবেল পাল, খেলারাম সর্দার, বিজয়কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারী, শ্যামল চৌধুরী, প্রদীপ দে, হরিপদ চৌধুরী বাবুল, অশোক মিত্র, ডা. অঞ্জন দাশ, পিয়াল শর্মা প্রমুখ।

মণিরামপুরে প্রান্তিক কৃষকদের ২'শ বিঘা জমি দখল করে মাছের ঘের

॥ মনিরামপুর (যশোর) থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

"আমাগের জমি গার জোরে নিলি আমার ছেলে-পুলেরা না খাইরে মরবে। ওই জমিটি বছরে যে ধান হয় তাই দিয়ে আমাগের বছরের খোরাক (খাওয়া) হয়। জুলুম কইরে মন্টু চেয়ারম্যানের লোকজন কুস্টা (পাট) লাগানে ভুইতি (জমি) বড় বড় ম্যাশিন লাগাইয়ে কুস্টাগাছাসহ ভুইর মাটি কাইটে মাছের ঘের বানাচ্ছে। কিছু কতি গেলি ওরা আমার ছেলে-পুলেদের মাইরে তাড়াই দেচ্ছে। আমাগের উপায় কি ? আমাগের তোমরা বাঁচাও। আমরা সারা জীবন নৌকায় ভোট দিই। এহন নৌকার সরকার কি আমাগের বাঁচাবে না? সম্প্রতি কান্না জড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলেন যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রামনাথপুর গ্রামের সত্তোর্ধ বয়োবৃদ্ধা চপলা হাজরা। তিনি যখন উচ্চস্বরে কান্না জড়িত কণ্ঠে কথা বলছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত অনেকেই চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। শুধু চপলা নয়; ওই গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরই একই কথা। একই পাড়ার নমিতা হাজরা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিলেন আর বলছিলেন, "আপনারা আইছেন আমাগের উপর আরো চাপ দেবেনে। একটু পরেই চেয়ারম্যানের পুষা গুন্ডা বাহিনী আসবেনে"। বলতে বলতেই কয়েকজন যুবক মোটরসাইকেল নিয়ে মহড়া দিতে দেখা যায়। পরে জানা গেল ওরা চেয়ারম্যান মন্টুর ক্যাডার বাহিনীর সদস্য আব্দুল হামিদ, শাহাদৎ, মমিন, শরিফুল, টুটুল। শামছুল হক মন্টু গত ২২ মার্চ ইউপি নির্বাচনে আ'লীগের প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সুনীল হাজরা বলেন, "নিজের কয়েককাটা ভুইতি লাগানো বুক সমান উঁচু পাট গাছ সমেত ভুইর মাটি ম্যাশিন দিয়ে ঘের কাটার সময় বাঁধা দিতে গেলি আমারে গলা-ধাক্কা দিইয়ে খেদাই দেছে। নিজে ভ্যান চালাই আর যেটুকুনি ভুই আছে তাতে ধান-ঠান লাগাইয়ে খাই। এহন ওগের ভইতে ভ্যান নিয়ে বাজারে যাতি পারতিছিনে। গেলেই জোর করে সাদা কাগজে সই করে নেবে, না দিইলে মাইর খাতি হবি"।

সরেজমিনে ওই গ্রামে গেলে মুহূর্তের মধ্যে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার এক থেকে দেড়শ' নারী-পুরুষ উপস্থিত হয়। সবার চোখে-মুখে এক অজানা আতংক। কখন কার কি হয়। এই বুঝি চেয়ারম্যানের ক্যাডার বাহিনী হাজির হলো। এমনি উৎকণ্ঠা, ভয় আর চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছেন গ্রামবাসী। সন্ধ্যা নামার সাথে রামনাথপুর গ্রামে নেমে পিনপতন নিরবতা। জগন্নাথ বলেন, রাতে কোন পুরুষ বাড়িতে থাকেন না। আবার দিনে কেউ বাজারেও যেতে পারছেন না। মন্টু চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকে তার ক্যাডার বাহিনী জগদ্দল পাথরের মত গ্রামবাসির উপর চেপে বসে এলাকাটি মগের মুলুক বানিয়ে ফেলে বলে উপস্থিত অনেকে মন্তব্য করেন। উপজেলার চালুয়াহাটি ও ঝাঁপা ইউনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সাধারণ কৃষকদের অবরুদ্ধ করে তাদের প্রায় ২শ' বিঘা জমি দখল করে স্কেভেটর মেশিন দিয়ে ঘের করে চলেছে চেয়ারম্যানের ক্যাডার বাহিনী। বাঁধা দিতে আসায় ইতোমধ্যে চেয়ারম্যানের ক্যাডার বাহিনীর হাতে মারপিটের শিকার হয়েছে অনেকে। এখন ভয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ ঘর থেকে বের হতে পারছে না। এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে আরো বিপদের মুখে পড়েছে ভুক্তভোগীরা। চেয়ারম্যানের ভাই সাইফুল ইসলাম সাইফুল, টুটুলসহ ওই ক্যাডার বাহিনীর ভয়ে চরম আতংক রয়েছে তারা। দ্রুত সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কার্যকরী ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকেই দেশ ত্যাগে বাধ্য হতে পারেন বলে ধারণা পাওয়া গেছে।

উপস্থিত অনেকে জানায়, গত ২২ মার্চের ইউপি নির্বাচনে আ'লীগ সমর্থিত শামছুল হক মন্টু চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তার ছোট ভাই সাইফুল ও টুটুলের নেতৃত্বে মন্টু, কামরুল, মাহবুব মেম্বর, রবিউল, মমিন, মরিফুল শাহাদৎ, আব্দুল হামিদসহ ২৫/৩০ জনের এক সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী এলাকায় জমিদখলসহ নানা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের রাজত্ব কায়েম করে জনমনে চরম আতংক সৃষ্টি করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ মে ওই ক্যাডার

পৃষ্ঠা ৬

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় সম্পাদক : বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ২৬, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক, নাহার প্লাজা, ১০ম তলা, (কক্ষ নং, ১০০৮ বি) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২